শ্রীশ্রীদুর্গা ।।

শরণং

দূতীসংবাদ ।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত নামকঃ গ্রন্থঃ

নানাবিধ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে

বিরচিত হইয়া

ইদানী

সিমুলা নিবাসি

শ্রীরামকানাই দাস ও শ্রীনিত্যানন্দ দাসের

সুধাসিন্ধু যন্ত্রে যন্ত্রিত

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক

মোকাম গরানহাটার পূর্ব্বাংশ দোকানে তত্ত্বকরিলে

পাইবেন।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিচ্ছেদ	২
শ্রীমতীর প্রতি দূতীর প্রবোধ	৩
শ্রীমতীর মূর্চ্ছা	৪
ললিতার সহিত শ্রীমতীর কথোপকথন	৭
বসন্ত আগমন	৯
বসন্ত ভৎসনা	৮
উদ্ধবের আগমন	১১
উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথোপকথন	১৪
বৃন্দার প্রতি উদ্ধবের উক্তি	
বৃন্দার মথুরায় গমন	১৯
চন্দ্রাবলীর সহিত বৃন্দার কথোপকথন	১৯
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দার ব্রজের সংবাদ কথন	২২
শ্রীকৃষ্ণের খেদ	২৩
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার ভৎসনা	২৪
বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি	২৫
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পুনরুক্তি	২৬
কুব্জার সহিত পুরবাসিনীর কথা	৩২
অক্রূরের প্রতি দূতী ভৎসনা	৩৪
উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথোপকথন	৩৬
বৃন্দার প্রতি উদ্ধবের উক্তি	৩৯
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি	৪২
বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি	৪৫
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পুনরুক্তি	৪৯
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার	
শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুব্জার কথোপকথন	৫২
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পুনঃ কথন	৫৪
বৃন্দার ব্রজে প্রত্যাগমন	
সখীদিগের খেদোক্তি	৫৩
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি	৫৪
গ্রন্থ সমাপ্তঃ।	৫৬

শ্রীশ্রীহরি ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং ॥

প্রণমামি তব পায়, বন্দ দেব গণরায়, এক দন্ত গজেন্দ্র বদন। খর্ব্ব স্থূল কলেবর, চতুর্ভুজ লম্বোদর, বিঘ্নরাজ নন্দার ভূষণ ॥ তুমি দেব দেবধাতা, অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা; তব নামে কার্য্যসিদ্ধি হয়। তুমি প্রভু ব্রহ্মময়, বিধি বলে বেদে কয়, সর্ব্ব অগ্রে তোমারে পূজয় ॥ আকাশ পাতাল তুমি, ত্রিলোকের কর্ত্তা তুমি, ত্রিগুণে তোমাতে নিরূপণ। তুমি হরি তুমি হর, তুমি প্রভু পরাৎপর, তুমি কর সৃজন পালন। তুমি জল তুমি স্থল, তুমি জ্বলন্ত অনল, পর্ব্বত কানন রত্নাকর। প্রকৃতি পুরুষ তুমি, অনাদ্য অন্তরজামি, আদ্য অন্ত কে জানে তোমার ॥ তুমি যারে কর দয়া; ঘোচে সে জীবের মায়া, সেই জীব মুক্তিপদ পায়। শমনে না করে ভয়, চতুর্ব্বর্গ ফল পায়, পুরাণেতে প্রমাণ আছয় ॥ আমি অতি অকিঞ্চন, নাহি জানি তবাচ্চন, যথাশক্তি করিনু বর্ণন। করিয়াছি মনোরথ; হয় যেন মনোমত, তবপদে এই নিবেদন ॥

অথ গুরুদেব বন্দনা।

শ্রীগুরু করুণা কর দিন হীন জনে। পদ তরী দেহ প্রভু এ ভব তুফানে ॥ অধম বলিয়ে প্রভু করোনা বঞ্চনা। অভয় নামেতে যেন কলঙ্ক রহেনা ॥ পঞ্চপাপে পাপি আমি সদা কদাচারি সাধুসঙ্গ বিহনে কুসঙ্গে সদা ফিরি ॥ অনিত্য সংসার মধ্যে মত্ত মত্ত করী। অহঙ্কারে সদামত্ত সে কর্ম্ম কি করি ॥ বারণ নাহিক

মানে বারণ দুর্ব্বার। ভ্রমেং ভ্রমে সদা না দেখি নিস্তার॥ কুপথে সদত ফিরে সুপথ ত্যজিয়া। কিসে বা নিবারি তারে না পাই ভাবিয়া॥ পুণ্যের সঞ্চার নাই পাপে তনু ভরা। কিসে ত্রাণ পাব ভবে তত্ত্বজ্ঞান হারা॥ কাল ভয়ে সদত কম্পিত কলেবর। কি জানি কি করে প্রভু কৃতান্ত কিঙ্কর॥ সে ভয়ে সভয় সদা ভাবিয়ে আকুল। অকূলে পড়েছি প্রভু কিসে পাব কূল॥ সম্বল যাদের ছিল পার হলো তারা। আমি কি এ পারে প্রভু কেঁদে হব সারা। গুরুদেব তুমি যারে হও হে সদয়। মুহূর্ত্তেকে ত্রিভুবন সে করে বিজয়॥ তোমার অকৃপা যারে হয়েছে গোসাঞি। বিধি যদি সদয় হয় তবু ত্রাণ নাই॥ শক্তি অনুসারে তব করিনু বন্দনা ভকত বৎসল প্রভু পুরাও কামনা॥

অথ সরস্বতী বন্দনা॥

বন্দ মাতা বাকদেবী জড়তা বারিণী। তন্ত্র মন্ত্র আগম নিগম প্রদায়িনী॥ নৃত্য গীত বাদ্য রাগ রাগিণী রূপিণী। চতুর্ব্বেদ সর্ব্ব শাস্ত্র সৃজন কারিণী। বেদব্যাস বাল্মীকাদি আর যত কবি। প্রকাশিলা পুরাণাদি ও চরণ সেবি॥ ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি অলঙ্কার। শরীরেতে সকল করহ অলঙ্কার॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মানস মোহিনী। তুমি মাগো হিমালয়ে হরের গৃহিণী তোমার করুণা যারে হয় গো জননী। সর্ব্বত্র সে মান্য গণ্য ধন্য তারে জানি॥ তারসাক্ষি কালীদাসে করিয়ে করুণা। মহা কবি নামে খ্যাত জানে জগজ্জনা॥ স্বরূপ জনেতে যদি বিদ্যাবান হয়। সংসারে তাহার মত তুল্য কেহ নয়॥ তোমার কৃপায় বোবা জনে কথা কয়। তোমার কৃপায় নর সর্ব্ব সুখে রয়॥ সরস্বতী কর দয়া দিনহীন জনে। বন্দনা করিনু এই তোমার চরণে॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎ জননী। ত্রিগুণ ধারিণী তারা ত্রিলোক তারিণী॥ নিত্যা ত্রিপুরারী নারী তিমির নাশিণী ত্রিনয়না তন্ত্ররূপা তিমির বরণী॥ দূর কর কাল ভয় কালের কামিনী। কাতর কিঙ্করে কৃপা কর কাত্যায়নী॥ রক্তবীজ বিনাশিনা রাবণ ঘাতিনী। শ্রীমন্তে ছলিতে হলে সুবৃদ্ধা ব্রাহ্মণী॥ বিশ্বমাতা গণেশ জননী দাক্ষায়ণী। বিশ্বমাতা বিশ্বনাথ হৃদি বিহারিণী॥ ব্রহ্মময়ী বিমলা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী। ভবার্ণবে তারানাম তরিবারে তরি॥ জয়বন্তী জগদ্ধাত্রী যশোদা নন্দিনী। অতসি কুসুম রুচি ত্রিগুণ বর্ণিনী॥ দয়াময়ী দিনহীনে দেহ পদছায়া সংসারের মায়া গো ঘুচাও মহামায়া॥ দীনের ভরনা আর নাই গো তারিণী। পতিতেরে পার কর পতিত পাবনী॥ বন্দনা করিয়া মাগো করিলাম স্তুতি। ভাবকের থাকে যেন ও চরণে মতি॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ॥

শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিচ্ছেদ॥

পয়ার॥ নিকুঞ্জেতে একদিন বসিয়া শ্রীমতী। মনেং ভাবিছেন ত্রিভঙ্গ মুরতি॥ ইতিমধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিতে স্বর্ণলতা মুর্চ্ছাপন্ন পড়ে ধরণীতে॥ নিকটেতে প্রিয় সখী বৃন্দা দূতী ছিল। অঙ্গ পরশিয়ে তবে চৈতন্য করিল॥ ধরা হৈতে ধরা ধরি করিয়া তুলিল; সবিনয়ে শ্রীমতীর প্রতি জিজ্ঞাসিল॥ আচম্বিতে মুর্চ্ছা কেন হলে কমলিনী। কে করেছে অপমান বল তাই শুনি॥ এতবলি অঞ্চলেতে বদন মুছায়। প্রবোধ বাক্যেতে দূতী রাধারে বুঝায়॥ এমনি কি করে রাই গো ছবি পাগ না। ধৈর্য্য ধর একে লোকে বলে কলঙ্কিনী॥ দূতির নির্ঘাত

বাক্য শুনিয়া শ্রীমতী। মৃদুস্বরে কহিছেন বৃন্দাদুতি প্রতি ॥ ওগো দূতি কেন আর কর জলাতন ॥ বুঝিলাম শ্যাম বিনা রাধার মরণ ॥ সেত্রিভঙ্গ বিনাঅঙ্গ কে জুড়াবে আর। রাধানাথ বিনা সখী কে আছে রাধার ॥ তপন বিহনে যেন নলিনীর গতি। চাঁদ বিনা চকরির যে রূপ দুর্গতি ॥ জল বিনা কতক্ষণ বাঁচেগো সফরী। সেই রূপে দুদ্দশাতে পড়েছে কিশরী ॥ পৃথিবী কাঁদিলে ঠাই দুখিনী দোখয়ে। পাপ দেহে প্রাণথাকে কিসের মানিয়ে। কে আর রাখিবে মান দুখিনী রাধার। কেসবে এসব জালা কে-সবে এ ভার ॥ কার কাছে মান করে বাড়াইব মান। কেআর গো পারধরে রাখিবে সম্মান ॥ রাধাকান্ত বিনে শান্ত বল কে করিবে। হরি২ পাব আর সেদিন কি হবে ॥ মরি২ তাতে খেদ নাহি সহচরী। এসময় যদি দেখা দেন সেই হরি ॥ নিদয় বিধা-তা বাদ সাধিলে আমারে। সাধনের ধন দিলে সে পরের করে পরেরপ্রেমেতে মজে পর হলো হরি। পাপ প্রাণ বুঝে নাকো তবু খেদে মরি। যে জন কাঁদালে সদা তার তরে কাঁদি। সে জন না মনেকরে বিধির কি বিধি ॥ পাপ মন অনুক্ষণ সে রূপ খেয়াম কৃষ্ণগেল তবু কৃষ্ণ বাদ নাহি যায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হতে নারি। কি উপায় করি এবে বল সহচরি ॥ বিপক্ষের বাক্য বাণ গায়ে নাহি শয়। কালা গেল কলঙ্কিনী নাম কেন রয় অপমান ঘরে পরে সহিতে না পারি। এই ইচ্ছাকরে আত্মঘাতি হয়ে মরি ॥ মনে করি পুনঃ আত্মঘাত মহাপাপ। কেউ যেন বলে প্যারি ত্যজ মনস্তাপ ॥ রাধানাথ দয়া কর চাহিয়ে দীনেরে। আমি হে অজ্ঞান অতি না চিনি তোমারে ॥

শ্রীমতীর প্রতি দূতির প্রবোধ ॥

ত্রিপদী ॥ শ্রীমতীর বাক্য শুনি, কহিছে বৃন্দে রঙ্গিণি ওগো প্যারি স্বরূপ কহিলে। ধৈর্য্য ডোরে বাঁধ প্রাণ, ত্যজ্য কর অভিমান, কি হইবে উতলা হইলে ॥ হরিজন্য রাই, তোমারে বুঝায়েছি বারে২, কালরূপ হেরোনা নয়নে। কালার অন্তর কালো, বিধিমতে জানি ভালো, তবু কালা ভাব মনে২ ॥ বাকার যে বঙ্কিমতা জটিলের জটিলতা, যায় কভু সুসঙ্গে থাকিলে। আঙ্গারের মলীনতা, কভু নাযায় অন্যথা, সতবার ধৌত করিলে। কুলমান সমুদায়, সঁপিলে গো যার পায়, যারজন্যে হলে কাঙ্গালিনী। সেভাবে বিরূপ তোরে, ভুলিভাব তার তরে, অপরূপ একি কথা শুনি। সেকালা নিদয় অতি, নাহিতার ধর্ম্ম ভীতি, স্ত্রীহত্যাদি ভাবনা রাখেনা। দয়াধর্ম্ম তারমত, সকলিত আছে খ্যাত, বাল্যকালে বধিল পুতনা ॥ শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার দেখে লাগে চমৎকার বিধি বুঝি পাষাণে গঠিল। নন্দ হৈল কেঁদে অন্ধ, তবু রাখে সে গোবিন্দ, বারেক গোকুলে নাহি এল হাহাকৃষ্ণ কৃষ্ণবলে, ভাসে রাণী আঁখিজলে; শোকার্ণবে আছয়ে মগণ। শ্যামলী ধবলী গাই; উঠিবার শক্তিনাই; উচ্চস্বরে করয়ে রোদন ॥ ছিদামাদি সখাসব, তারাসবে যেন শব, সখা বিনে সবে অচেতন। পশুপক্ষ আদি যারা, আহার তেজিল তারা; দিবানিশী সজল নয়ন ॥ তাইবলি কমলিনী; কেন হও উন্মাদিনী, চঞ্চলা হইলে কিবা হবে। বিধাতা তোমারে বাম হৈলেকেন বাবে শ্যাম, কলঙ্কিনী নামকেন রবে ॥ গোবিন্দের গুণ যত, সকলিত সুবিদিত, তোর পক্ষে যত বনমালি। তোরে মিছে আশা দিয়ে, বৃথা জামিনী জাগায়ে, বিহরিল

লযে চন্দ্রাবলি ॥ কৃষ্ণ নিন্দা নাহি করি; হেনশক্তি কিবা ধরি; যথার্থ বলিতে দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণের পদে মন; থাকে যেন অনুক্ষণ, কৃষ্ণ পদে এই ভিক্ষাচাই ॥

অথ শ্রীমতীর মূর্চ্ছা।

পয়ার॥ রাধা বলে ওগো বৃন্দে কি কথা বলিলে। আর কিসে প্রাণহরি আসিবেনা গোকুলে। তবে সই কেন রই গৃহ পিঞ্জরেতে। কৃষ্ণ বর্ণে ঝাঁপদিব জমুনা জলেতে। কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জে আর থাকি কি সুখেতে। কার মুখ চেয়ে রব ব্রজের মাঝেতে। এ জাতনা হতে সখী ভালতো মরণ। কৃষ্ণ বিনা প্রাণ ধরা জিয়ন্তে মরণ। এতবলি রাইমনে আকাশ ভাবিয়া। সখী কোলে স্বর্ণলতা পড়ে মূর্চ্ছা হয্যা। স্পন্দহিন নয়নেতে বহে প্রেমবারি চিত্র পুত্তলিকা প্রায় রহিলেন প্যারি ॥ বিন্দু২ ঘর্ম্ম শশী বদনেতে বয়। সঘনে নিশ্বাস বহে অচেতনে রয় ॥ প্রমাদ দেখিয়া বৃন্দে হইল ভাবিতা। হেনকালে নিকুঞ্জেতে আইলা ললীতা। কিহল্যো আনি বৃন্দারে সুধায়। ইতিমধ্যে শ্রীমতীর কি ভাব উদয। বৃন্দা বলে প্রিয় সখী জিজ্ঞাস কি আর। বুঝালে না বুঝে রাই করি কি ইহার॥ কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গেতে ছিলাম দুজনে নয়ন মুদিল প্যারি কৃষ্ণ কথা শুনে.॥ চলিতে চৈতন্য হত জ্ঞান হারাইয়ে। কোথা কৃষ্ণ২ বলে পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে॥ ভালোজ্বালা হলো সখা কি করি উপায়। বংশীধারি বিনা কিসে বাঁচাব রাধায় ॥ পলকে২ রাধা প্রমাদ ঘটায়। দেখে ভয় প্রাণেহয় কি জানি কি হয়॥ এমন অধৈর্য সখী হয় যে কামিনী। সেক্কেন পিরীতে মজে হয় পরাধিনী॥ আগু পাছু ভাবিয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা। ভা না হলে প্রাণ সখী হয় এই ধারা॥ জালার উপরে

জ্বালা সহিতে নাপারি। সময় পেয়ে রঙ্গকরে রঙ্গিণী কিশোরী॥ ত্রিভঙ্গ বিহনে অঙ্গ একেতো জ্বলিছে। তাতে সেই কমলিনী আহুতি দিতেছে॥ বুঝাইনু কতমত বোঝেনা বুঝিয়ে সদত বিরসে রয় নয়ন মুদিয়ে॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা ললীতা সুন্দরী। গদ২ ভাবে কহে চক্ষে বহে বারী॥ আমাদের কি ধন আছে কৃষ্ণ নিধি বিনে। কিরূপে বাঁচিগো বল নিধন সেধনে॥ এরূপ দশাতে শ্যাম ফেলেছেন সখী। ব্রজবালা কেমনেতে বাঁচে বল দেখি॥ ওহে কৃষ্ণ তব নাম শুনি দয়াময়। তবে কেন এদীনেরে এদুদ্দশা হয়॥ ক্ষণেক বিলম্বে রাধা চৈতন্য পাইয়ে। মৃদুস্বরে ললীতার প্রতি জিজ্ঞাশয়ে॥ কহ২ কৃষ্ণকথা ওগো সহচরী। কৃষ্ণ বিনা দহে প্রাণ কিসে প্রাণধরি॥ কারে কব এজ্বালা কে ঘুচাবে আর। যেপারে সেপারে সেতো রৈল পার পার॥ ব্রজমান মন প্রাণ সপিলেম যায়। সেজন বঞ্চনা করে রহে মথুরায়॥ হায়২ চন্দ্রনের এতগুণ আছে। কেমনে এমন জনে ভুলায়ে রেখেছে॥ ললীতা বলেন শুন ও রাজকুমারী। সাধে কি কুবজার হয়ে রন সেই হরি॥ আপনি যেমন বাঁকা ত্রিভঙ্গ মুরারি। রাণী তেমনি অষ্টবক্রা কুবজা সুন্দরী॥ ধারে২ বনিতেছে বাঁকায়২। কভুকি গো মিলে সখী বাঁকায় সোজায়॥ কুবজা কংসের দাসী জানে সকলেতে। রাণীহলো সেই ধনা-শ্যাম কল্যানেতে॥ কারভাগ্য বিধি কারে দেন কমলিনী। তুমি হলে কাঙ্গালিনী সেই হলো রাণী। সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছা কিহবে ভাবিলে। সাধ্য কিগো কমলিনী করেগো কপালে। তুমিবল শ্যাম আমায় ভুলিয়া রয়েছে। সাধেকি ভুলেছে শ্যাম সেদিন কি আছে কংস ধ্বংস করি ছত্র শোভে তার শিরে। ভুপতি হয়েছে নাম

পৃথিবী ভিতরে। সুখ সৌরবেতে সখী মোহিত শ্রীহরি। তারে কি রাখালি ভার সাজেগো কিশোরী। মধুর ভাবেতে ব্রজের ভাব মিশায়েছে। তোমার পক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পক্ষ করিয়াছে॥ পি রীতের এই সুখ ও রাজ নন্দিনী। পরের তরে প্রাণ ঝোরে দিবস রজনী। পর দত্ত সুখের কপালে দেই ছাই। পরেতে স্বপন হয় এবড় বালাই॥ এত বলি ললীতা চলিল নিজস্থানে। পূর্ব্বমত কমলিনী রহিলেন, মৌনে॥ শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজে মকরন্দ আশে মন অলি রহে যেন সদত পিয়াসে॥

বসন্ত বর্ণন॥

ত্রিপদী॥হেনকালে নিকুঞ্জেতে, পিকবর আনন্দেতে, পঞ্চ স্বরে গায় নিজগান। কোকিলের হুহুগান, যেনবিষ মাথাবাণ, শুনে জলে বিরহির প্রাণ। শিহরিয়া হরিপ্রিয়া, হরিষে বিষাদ হয়া ফিরে২ বৃন্দারে সুধায়। ওগো দূতী শুন২ কোকিল কিবলে শুন, আজি কেন কৃষ্ণগুণ গায়। কৃষ্ণ গেছে যে অবধি; পিকবর সে, অবধি নিরব হইয়েছিল সখী। প্রেমানন্দে আজিকেন, প্রকাশেগো নিজগুণ শ্যামচাঁদ ব্রজে এলোনাকি॥ নৃত্যকরে বাম আঁখি, হের দেখ প্রাণসখী, নানামতে দেখি গো মঙ্গল। এমন দিন কি আর, হবে, সেহরি আমার হবে, অমঙ্গল হবেকি মঙ্গল। যেদিকে ফিরাই আঁখি, দেখিযেন বাঁকা আঁখি; বামে মোহন চূড়া গো হেলিছে। অন্তরে বাহিরে কালা, ইকি আর হলোজালা, কাল ভাল জাতনা দিতেছে। কেকরে মদনে সান্ত, বুঝে নাই রাধা-কান্ত, মদনেরে কিবলে ফিরায়। অঙ্গহিনে অঙ্গদয়, একি সখী প্রাণে শয়, দুঃসহ জাতনা কত সব। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদানল, মলয়

করে প্রবল, মন্দ২ বহে সমীরণ। গুঞ্জরবে নিরন্তর, মোহিত করে মধুকর, কৃষ্ণ বিনে এতেক লাঞ্ছন।। হাহা কৃষ্ণ কোথা গেলে, এমন বিপদ কালে কে আর তারিবে তোমাবিনে। দুরন্ত রাজার দায়, প্রেম দাসীর প্রাণযায়, তঞ্চকরে নিলে পঞ্চজনে।। রাজ্য দেখ রাজাহীন, রিতু রাজ নিশিদিন, নিতে চেষ্টা আছে সর্ব্বক্ষণ। চোরের উপরে চুরি, করেওহে বংশীধারি রাধারাজ্য তোমারে অর্পণ।। ত্যজ্য করে অধিনীরে, ভুলে রৈলে ধৈর্য্যধরে, ফেলে দিয়ে অধৈর্য্য সঙ্গেতে। দুর্গমে পড়েছি হরি, কেতারিবে হরি২. ডুবেমরি বিরহ নীরেতে।। আমি কৃষ্ণ প্রাণেমরি, লোকেতে বলিবে হরি, প্যারী মৈল কৃষ্ণ বিরহেতে। দয়াময় লজ্জা পাবে, লোকেতে সুযশ গাবে, সেইলজ্জা হতেছে মনেতে।। কালের কি এই ধারা, কালরূপধরে যারা, কামিনীর কৃতান্ত সমান। তাইবুঝি পিকবর, অঙ্গদহে নিরন্তর, মুহু মুহু করে সুহু গান।। অধিনীরে এই জালা, দিতেছে চিকন কালা, জায়ন্তে জালালে দুঃখানলে। এজন্মের মত রাধে, বিদায় হলো তবপদে, অনুকুল হও অন্তকালে। এতবলি কমলিনী, হয়ে যেন উন্মাদিনী বিধুমুখি বৃন্দেরে সুধায়। ওগো দুতী বল২, কোথায় মথুরা বল, কৃষ্ণ দেখি গিয়ে মথুরায়।। কেন মিছে কেঁদে মরি, আমরা অবোধ নারী, মথুরাত বহুদুর নয়। সকলে একত্র হয়ে, হেরি গিয়ে শ্যামরায়ে, যুড়াইব তাপিত হৃদয়।। এলাজেতে কিবা ভয়, কুল মর্য্যাদার পায়, যতনে করেছি সমর্পণ। তার দরশনে যায়, তাপিত প্রাণ যুড়ায়, হাসেগো হাসিবে শত্রুগণ বৃন্দা বলে কি বলিলে, বিরহিণী হলে বলে, মান অপমান আর নাই। কেমনে যাইব প্যারি, দ্বারেতে আছয়ে দ্বারী, পাছে

তারা মন্দবলে রাই॥ বিচ্ছেদেতে দগ্ধপ্রাণ, ইথে সখী অপমান হলে প্রাণ নাহিক বাঁচিবে। তুমিতো সামান্য নও, রাজার নন্দিনী হও, আপনার মানকি খোয়াবে। যা থাকে কৃষ্ণের মনে তাই হবে হউক মেনে, এ দিন কি চিরদিন রবে। কৃষ্ণরূপ ভাব মনে, মন রাখ সে চরণে, মনবাঞ্ছা অবশ্য পুরারে॥

অথ বসন্ত ভৎসনা॥

পয়ার॥ সইসনে্য শ্রীবৃন্দারণ্যে মদনে দেখিয়ে। রাধারে সুধায় চিত্রে চিত্তে ভয়পেয়ে। ওগো২ রাজবালা কিসের কারণে উদিত এ রিতুরাজ শুন্য কুঞ্জবনে॥ প্রাণ যে কেমন করে মাধব উদয়ে॥ মাধব নাহিক ব্রজে এসুখ সময়ে॥ নিদয় কামের হাতে কিসে ত্রাণপাব। যৌবন রতন সখী কারে সমর্পিব কোন শুখে রিতুরাজ এলো এভুবনে। দহিতে গোপীর অঙ্গ পঞ্চ বাণ হানে। রাজায় প্রজার দুঃখ ভাবেনা মনেতে। ধিক২ বাসকরি এমন রাজ্যেতে॥ কভুনাহি দেখি হেন নিদয় ভূপতি। অবিচারে দণ্ডকরে কামিনীর প্রতি॥ রাজধর্ম্মে জ্ঞান যার তিলেতরে নাই সেথায় ভূপতি ভার এবড় বালাই॥ হরকোপানলে পুড়ে মরেও মলোনা। তাহলে বিরহির এত হতোনা যন্ত্রণা॥ বিধি যদি সদয় হয় সেশিবত্ত পাই। তেমনি করিয়া পুনঃ মদনে পোড়াই বিরহি জনেরে যেমন দগ্ধ করেকাম। আর কি কহিব তার ঘুচে যাক্‌ নাম॥ দূরহরে কোকিল কালের বাড়ি যাও। অবিলম্বে কি রাতের জালে বদ্ধ হও॥ জালার উপরে কেন কর জ্বালাতন মথুরার পথ কিরে চেননা দুর্জন। অবলারে জ্বাল্‌ল করোনা নিরন্তর। ক্ষমাকর চরণেতে ধরি পিকবর॥ নারীজার সহিতে তোদের অত্যাচার। প্রেমানলে অঙ্গ জলে জলাসনেরে আর

যে শুনিলে সুখীহবে যুড়াবে অন্তর। শুনাগে মধুর গান তারে পি
কবর। কুব্জা কৃষ্ণের এখন মহিষী হয়েছে। রাধা রাজ্যে বনমালী
জলাঞ্জলি দেছে॥ নিজে বাঁকা বাকার প্রেমেতে বাঁধা হরি। বি
কায়ে বাঁকার পায়ে বাঁকা বংশীধারি। নবশুখে শুখী সেতো
সদা নটবর॥ শুখীজনে শুখীকরে শুখের উপর॥ আরকের কা
টাঘায় লুনদেও নিছে। আমাদের শুখনিধি সে বিধি হরেছে
হয়ে বয়ে গেছে ব্রজাঙ্গনার সেদিন। সম ভাবে লোকের কি যায়
চিরদিন॥ অনাথ করিয়ে ব্রজনাথ ছেড়েগেছে। মরিলে জুড়ায়
প্রাণ মৃত্যুনাহি আছে॥ কি শুখে হে বেঁচে আছ নাপারি বুঝি
তে। এ হেন জ্বালাতে প্রাণ নাচায় যাইতে॥ চিরজীবি আমাদে
র বিধিকি করেছে। তানাহলে কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বেঁচে আছে॥ এ
তেক বলিয়ে চিত্রা বিরস বদনে। শ্রীমতীরে বুঝাইছে প্রবোধ
বচনে॥ স্থির হও কমলিনী ভাবিলে কি হবে। আমাদের এই দশা
বিধীকি রাখিবে॥ যা হবার হইয়াছে উপায়তো নাহি। তাবি
লে কিহবে আর যাকরে গোসাঞি॥ শুনিয়া চিত্রার কথা চিন্তি
ত কিশোরী। অধোমুখে বিধুমুখি স্মরে হরি২॥ কিকথা কহিলে
চিত্রে শুনেপায় হাসি। কেমনে ধরিব ধৈর্য্য বিনা কাল শশি
মনে করি ভুলে থাকি মন যে ভোলেনা। মনে২ মনেকরি সেরূপ
ভাবনা। আপনার মন সখী আপনার নয়। প্রবৃত্তি২ দিয়ে ভু-
লায় আমায়॥ কি ক্ষণেতে কালরূপ হেরেছি সজনী। অন্তরে
তে নিরন্তর গাঁথা নিলমণি॥ শয়ন স্বপনে হেরি সে বাঁকা
মুরারি। মীন কিগো প্রাণে বাঁচে ছাড়া হয়ে বারী॥ কৃষ্ণ মম
দেহ সখী কৃষ্ণ মম প্রাণ। কৃষ্ণকুলশীল মম কৃষ্ণ মম মান॥
কৃষ্ণ মম পতি সখী কৃষ্ণ উপপতি। স্বপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ২ মম

গতি॥ সে কৃষ্ণ বিহনে সখী জীবনে কিফল। ত্যজিব এপাপ দেহ প্রবেশি অনল॥ কৃষ্ণরূপ ভাবমন যত দিন রবে। নাহবে কালের ভয় কৃতান্তে তরিবে॥

অথ উদ্ধবের আগমন॥

পয়ার॥ এই রূপে ব্রজাঙ্গনা বঞ্চয়ে ব্রজেতে। হেনকালে অপরূপ দেখ আচম্বিতে॥ শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব সুবঙ্কিম ঠাম। তে: মনি মোহন চুড়া নবঘন শ্যাম॥ পরিধান পিতাম্বর বনমালা গলে। চুড়াপরে সুবেষ্ঠিত বঙ্গল মঙ্গলে॥ ধীরে২ আসিতেছে দেখিতে কৌতুক। পীতাম্বর অঞ্চলে ঢাকিয়া শশীমুখ॥ চরণেতে রুণুঝুণু নপুর বাজিছে। চরণ অম্বুজে পড়ি অলি গুঞ্জরিছে॥ গো কুলেরনাথ যেন গোকুলে আইল। হেরিয়ে ব্রজের লোক চম কিত হৈল॥ কাণাকাণি করিতে লাগিল গোপীচয়। বৃন্দা বলে বিধাতাকি হইল সদয়॥ দেখ সখী কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে উদয় ঘুচিল২ কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা। পুরালেন কাত্যায়নী মনের বাসনা॥ এ আর কি-মনে ছিল পাবকৃষ্ণ নিধি। কেজানে যে অনুকুল হইবেন বিধি॥ ত্বরাকরি ললীতে গো গাঁথ বনমালা। বহুদিন পরে সাজাইব চিকনকালা॥ যশোদা রাণীর কাছে দেহ সমা চার। আসিয়াছে রাণী নিলমণি গো তোমার॥ এতবলি বৃন্দা দূতী হরিষ অন্তরে। আস্তে ব্যাস্তে গেল ধনা রাধার মন্দিরে ধরণী শয্যায় রাধা নিদ্রিত আছিল। উঠবলি রাধিকায় চেতন করিল॥ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া রাধা জিজ্ঞাসে দূতীরে। আজিবড় প্র ফুল্লিত দেখি যে তোমারে॥ কহ কহ প্রাণসখী কারণ কিশুনি এত কেন অহ্লাদিত হয়েছ সজনী॥ দূতীবলে শ্রীমতী গো উঠ ত্বরাকরি। এসেছে গোকুলে তোর মনচোরা হরি। দক্ষিণাস্ত

কর কৃষ্ণ বিরহ অর্চনা। পুরালেন কাত্যায়ণী মনের বাসনা আর না কান্দিতে হবে ওগো সহচরি। চল২ দরশন করগে শ্রীহরি॥ রাধা বলে কিকথা কহিলে সহচরি। এতদিনে মনে কি গো করেছেন হরি॥ প্রত্যয় না হয় মনে অপরূপ শুনি। আবার শ্যামের বামে দাঁড়াব সজনী॥ শ্রবণে বিরহানল শীতল হইল। কিকথা শুনালে বৃন্দে ফিরে বলো বল॥ এতদিন এক থাতো নাহি শুনি কাণে। বৃন্দাবনচন্দ্র আসিবেন বৃন্দাবনে যে কথা শুনালি তোরে তুষিব কি দিয়ে॥ জনমের মত রৈনু তোর কেনা হয়ে। চলসথী শ্যামচাঁদে হেরিগো নয়নে॥ ধরে লেগে নাহি পারি চলিতে চরণে। আনন্দে অবশ তনু দাঁড়াতে নাপারি। প্রেমরসে অবশে হইল অঙ্গভারি॥ উদ্দেশেত উউনত্তা হলেম সজনী॥ শাঘ্রগতি লয়ে চল যথা গুণমণি। এতবলি রাজকন্যা উঠে দাড়াইল॥ মৃত শরীরেতে যেন জীব সঞ্চারিল॥ আর যত সখী রাধা সন্নিধানে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আইল বলি পুলকে পুরিল॥ একত্র হইয়া যত গোপের দুহিতা। হেরিতে গোবিন্দ রূপ হলো ত্বরান্বিতা॥ আগুচলে বৃন্দাদূতী পথ দেখাইয়া। উদ্ধব নিকটে উপনীত হলোগিয়া॥ নিকটেতে গিয়া সবে করে নিরীক্ষণ শ্যামের মতন সব দেখেন লক্ষণ॥ কিন্তু হৃদয়েতে ভৃগুপদ চিহ্ন নাই। দেখিয়া বিস্ময় হয়ে মনে ভাবে রাই॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন নাহিক চরণে। শ্যামনয় কমলিনী বুঝিলেন মনে॥ উদ্ধব দেখিয়া রাই ভাবেন মনেতে। একিবিধি ছলনা করিল আচম্বিতে॥ শ্যামের স্বরূপ দেখি কিন্তু শ্যাম নয়। সাত পাঁচ ভাবি রাই মৌনভাবে রয়॥ বিরলে বৃন্দারে ডাকি সকলি কহিল। এতো সখী শ্যাম নয় জানে বুঝা গেল॥ জিজ্ঞাস উহারে সখী উনি

কোন জন। কোন কার্য্যে গোকুলে দিলেন দরশন।। কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয়। শুনিলে বৃত্তান্ত সখী সন্দেহ ঘুচয়।। শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে এই কথা শুনে। উদ্ধবেরে কহে বৃন্দে অমিয় বচনে।। ওহে মহাশয় তুমি কেবট আপনি। কোথা তব নিকেতন কিবা নাম শুনি।। শুনিয়া বৃন্দার কথা কহিছে উদ্ধব। মথুরায় বাস করি নাম যে উদ্ধব। শ্যাম নই শ্যাম সখা এই পরিচয়। দেখিতে এবৃন্দাবনে পাঠাল আমায়। আছেন কেমন রাধা বসন্ত সময়।। এসেছি দেখিতে সখী শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞায়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই। অন্তকালে রাঙ্গাপায় স্থান যেন পাই

অথ উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথোপকথন।।

ত্রিপদী।। বৃন্দে বলে শ্যাম সখা, আমাদের শ্যাম সখা, আমাদের করেছেন মনে। ভাল২ তবু ভাল, ভরসা জানাগেল এত দিনে পড়েছে কি মনে।। তারসঙ্গে কি সম্পর্ক, তিনি যে গোপীর পক্ষ, আমরা জেনেছি বিধিমতে।। সুখে রহে সেই ভাল, শুনিলে থাকিবি ভাল, যেমন থাকিতার কিবাতাতে। তিনি এবে জার স্বামী, যার প্রেমে নবপ্রেমী, বিক্রিত আছেন বংশীধারি। ভাল করে তার মন, যোগান যেন অনুক্ষণ, সুখে যেন থাকে সে, সুন্দরী।। তারকি পূর্ব্বত্তি মরি, শুনে হানি পায় হরি, ওহে শ্যাম সখা দেখ দেখি। সোণা ফেলেদিয়ে নীরে, পিতলে যতন করে কি হইবে নিজে রাখাল নাকি। গোড়াকাটি শিরে জল, দিলে কিহে ফলে ফল, এ শালতায় কিবা প্রয়োজন। কেমন আছেন রাই কিশরী, তা জান্তে পাঠান হরি, দেখ ব্রজে যে আছে যেমন দেখ সেই হরি বিনে, হেন রস বৃন্দাবনে বৃক্ষপরে পক্ষনাহি বসে নাহি করে কলরব, হয়ে রয়েছে নিরব, দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসে

তরুতে নাহি পল্লব, নাহি কুসুমে সৌরভ, লতাগণ সুখাইয়া গেছে। মধুপতি মধুবিনে, অলিগণ দিনে দিনে, সুধাবিনে কৃশাঙ্গ হতেছে॥ গাভীগণ দুগ্ধহীন, যমুনা বেগ বিহিন, ব্রজবাসী কেহ নাহি সুখে। দেখহে উদ্ধব ঐ, কোথা কৃষ্ণ২ কই, এই সকলের মুখে॥ এই যে বসন্ত কাল, আমাদের হয়ে কাল নিরন্তর করিছে তাড়না। কতজ্বালা আছি সয়ে, তার প্রেমে প্রেমীহয়ে কি করিব উপায় বলনা॥ আহামরি কমলিনী, দেখ যেন পাগলিনী সোণার অঙ্গ কালি হয়েগেছে। দিবানিশী ভাবিতাই, প্রাণে যদি মরে রাই, তবে দাঁড়াইব কার কাছে॥ রাধাকৃষ্ণ বিনে আর, কিবা গতি গোপীকার, সে ভরসা সকলি ভাঙ্গিল। আজি কালি মরে প্যারী, কুবজার হলেন হরি, আমরা দাঁড়াই কোথাবল॥ কালি আসি বলে হরি, গেলেন সে মধুপুরী, অদ্যাবধি সেকাল হলোনা। এ কিভাগ্য গোপীকার, জান্তে ব্রজের সমাচার, তোমারে পাঠালে কেলেসোণা॥ কালরূপ দেখিলে পরে, ব্রজবাসি ভয়ে মরে, কালাচাঁদের গুণতো নাজানি। তুমি তো হে কালঠাম; পাঠালেন সেই শ্যাম, কালভয় আর নাহি মানি॥ নীরদ যমুনা বারী; তাহে নাহি স্নান করি, নাহি শুনি কোকিলের গান। নাহিপরি নীলাম্বর, কালভেবে নিরন্তর, কালি হলো গোপীকার প্রাণ॥ কালার মনে যাহাছিল, সকলি পূর্ণিত হলো, সকলিহে কালেতে বে করে। তবু হে বোঝেনা মন; কেন করি সে চিন্তন; মিছে কেদেমরি পরের ভরে॥ নাহি দিই তার দোষ সকল কমের দোষ আপনার দোষে মাজেছি। কালায় আত্ম ভাবিয়ে, জাতিয়ে যৌবন দীয়ে, নালাকেটে কুলনাএনেছি। কেজানে যে মরি২; এমন লম্পট হরি, বিবেচনা করিলে আগেতে। তবে কি

হারাইয়ে ছল, শ্যাম করে আঁখি ঠুল, মজিতাম তাহার প্রেমেতে নিজে অবলা সরলা, নাহি জানি কোনছলা, নারীর হে সরলতা প্রাণ বাঁশীর গানে মগ্ন হয়ে তার প্রেমে বিকাইয়ে, শেষেতে হইল অপমান ॥ গুরুভয় না করিয়ে, লাজের মুখে ছাই দিয়ে, ধর্ম্ম পথ নাহি চাহিলাম। কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, কলঙ্কিণী নাম লয়ে, তার পায়ে দেহ সঁপিলাম ॥ হেন প্রেমে কালি দিয়ে, পলাইল সে কালিয়ে, অবলারে অকূলে ফেলায়ে। লোকে বলে দয়াময় কি জানি কি গুণে কয়, হাসি পায় এ কথা শুনিয়ে ॥ আমি যদি দেখা পাই, জিজ্ঞাসিব তার ঠাঁই, এ কি তার বিচারেতে হয় সত্য ত্যজে যেই জন, সে পদে লয় শরণ; তার কি এমন দশা হয় যার মানে পায়ে ধরে, ভাঙ্গিলেন আদর করে, বিধিমতে মান বাড়াইয়ে ॥ শেষে অর্শন হয়ে, তারে অনাথ করিয়ে, রহিলেন কেমনে ভুলিয়ে ॥ স্বপনেতো নাহি যানি, হারাইব নীলমণি, তিলেন্তরে হইবে বিচ্ছেদ। যতদিন বেচে রব শ্যাম সঙ্গে মিলাইব রাধাকৃষ্ণ হবেনা প্রভেদ ॥ শ্রীমুখেতে রাধানাথ, রাধার মাথায় হাত, দিয়ে বলে ছিলেন আপনি। যে পর্য্যন্ত বেচে রব, তবপ্রেমে বাঁধা রব, হবে নাই বিচ্ছেদ কমলিনী ॥ তুমি মণি আমি ফণি আমি মীন তুমি পানি, তুমি দিবা আমি দিনমণি। আমি অস্ত্র তুমি ধনু, তুমি প্রাণ আমি তনু, নিশ্চয় জানিহ কমলিনী ॥ মিথ্যাবাদী হলো হরি, তায় রাজ্য অধিকারি, ভুলিলেন আপনার কথা। আপনার অঙ্গিকার, নাহি রাখেন বংশীধর, খাইলেন অবলার মাথা ॥ কহিব কি বিধাতারে, হেন জনে রাজাকরে লিলা কর্ম্মেতে করায়। যে জন চরাতো গরু, সে হৈল জগত গুরু; অসঙ্গত সহ্য করা দায় ॥ হঙ্গ তিনি হঙ্গ রাজা, লোকেতে

করুক পূজা; আমাদের ননীচোরা হরি । আদ্য অন্ত তার যত সকলে হে আছে জ্ঞাত, কৃষ্ণনিন্দা করিতে হে নারি । কৃষ্ণ মম হৃদ্‌য়েতে, বিরাজ হে আনন্দেতে, শ্রীরাধিকা লইয়া বামেতে । অকিঞ্চন দেখি শ্যাম, অন্তে না হইও বাম, পরিত্রাণ কর কাল হাতে

বৃন্দার প্রতি উদ্ধবের উক্তি ।

রাগিণী বাহার । তাল জৎ ।

পাবে কৃষ্ণধন, বৃন্দে গো ভেবনা অকারণ । হলে শ্রীদামের শাপান্ত, পাবেন রাধা রাধাকান্ত, এ দুঃখান্ত হইবে তখন ॥

পয়ার । উদ্ধব বলেন সখী কি কথা কহিলে । কৃষ্ণ কিগো তোমাদের ছাড়া কোন কালে ॥ রাধামন্ত্রে দীক্ষা হরি ওগো সহচরী । রাধা নামে বনমালী বাজান বাঁশরী ॥ চূড়ায় ময়ূর পাখা রাধা নাম তাতে । শ্রীকৃষ্ণের নাম রাধা নামের পশ্চাতে ॥ তিলেকের ত্রিভঙ্গ রাধায় ছাড়া নয় । যেই রাধা সহচরী সেই শ্যামরায় ॥ যেখানেতে বৃক্ষ সখী পক্ষী সেই থানে । যেখানেতে দয়া ধর্ম্ম থাকেন সেই স্থানে ॥ যেখানে নলিনী সেই থানে মধুকর । যথা ইন্দ্র দেবরাজ তথা জলধর ॥ ভারত প্রসঙ্গ যথা তথা ব্যাস মুনি । যেখানে শ্মশান সেই থানে শূলপাণি ॥ যেখানেতে লজ্জা আছে সেই থানে মান । যেখানেতে তত্ত্ব জ্ঞান সেখানে নির্ব্বাণ ॥ যেখানেতে বিবেচনা সেই খানে যশ । যেখানেতে বাহুবল সেখানে পৌরষ ॥ যেখানেতে অনাচার পাপ সেই থানে যেখানেতে স্নেহ শিশু থাকে সেই থানে ॥ অতএব সহচরী সত্য যান মনে । যেখানেতে রাধা সখী কৃষ্ণ সেই থানে ॥ তবে যদি বল কেন ঠাঞে দুজন । তাহার বৃত্তান্ত বলি শুন দিয়া মন ॥

গোলোকেতে যখন আছিলা বংশীধারী। রাধা রূপে সেখানেতে ছিলেন কিশোরী ॥ তুমি আদি সকলেতে ছিলে গো সঙ্গিনী। তথায় ছিলেন রাধা ব্রহ্ম সনাতনী ॥ ভকত বৎসল হরি ভকতের প্রাণ। ভকতের মনোবাঞ্ছা পুরান ভগবান ॥ ছিদামের শাপ ছিল রাধার উপর। কৃষ্ণ ছাড়া হইবেক শতেক বৎসর ॥ সেই হেতু জন্মিলেন ভুমণ্ডলে প্যারী। ভকতের বাঞ্ছা সিদ্ধি করিতে মুরারি ॥ বিশেষে ক্ষিতির ভার নাশিবার তরে। কৃষ্ণলীলা প্রকাশেন পৃথিবী ভিতরে ॥ দুরন্ত অসুর সব হয়েছে প্রবল। ভয়েতে মেদিনী বড হয়েছে চঞ্চল ॥ দৈত্য নাশ করি ঘুচাবেন মহাভার। তিনি বিনা দৈত্য বধে হেন শক্তিকার। সামান্য মানব সখী রাধাকৃষ্ণ নয়। ব্রহ্মময়ী রাধা পূর্ণ ব্রহ্ম শ্যামরায় ॥ নারদের মুখে সব শুনেছি বৃত্তান্ত। শত বৎসরান্তে রাধা পাবেন শ্রীকান্ত। অতএব স্থির হয়ে থাক সহচরী। আসিবেন ব্রজে পুনঃ সেই বাঁকা হরি ॥ এত বলি উদ্ধব চলিল নিজালয়। শুনি হাহাকার করে যত গোপীচয় ॥ কৃষ্ণ পদে মূঢ় মন মজরে নিতান্ত। পার হবে ভব নদী না ছোবে কৃতান্ত ॥

বৃন্দার মথুরায় গমন।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

আমি আস্তে যাব তোমার মাধবে। চিন্তা নাই শ্রীকান্তে পাবে। কৃষ্ণ নাম করি; যাত্রা করি প্যারী অবশ্য এ যাত্রা সিদ্ধি হবে। কর দাসীরে আশীর্ব্বাদ; পুরাইব মনোসাধ, এ বিচ্ছেদ বিষাদ নাহি রবে। পুনঃ কালাচাঁদ ব্রজেতে; উদয় হবে মধুর বসন্তে, শ্যামের বামে বসিবে ॥

ত্রিপদী। উদ্ধবের কথা শুনি; সে বৃকভানুনন্দিনী, মূর্চ্ছা

গতা পড়ে ধরাতলে। দেখি হাহাকার করে, চিত্রা রাইকে তুলে ধরে, উচৈচঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণ বলে॥ চিত্রা কহে ও সজনী; কেন হও পাগলিনী, স্বকর্ণেতে সকলি শুনিলে। আর কৃষ্ণ আসিবেনা ভাবেতে গিয়েছে জানা, মিছে আর কি হবে কান্দিলে॥ শুনিয়া চিত্রার কথা; রাধা মনে পেয়ে ব্যথা, চিত্র পুতুলিকা মত রয়। সজল যুগল আখি, মনে মনে হয়ে দুঃখি, মৌনে রহে কথা নাহি কয়॥ নিঃশব্দে রহিল ধনী; মুখে নাহি সরে বাণী, অধো মুখে ক্ষিতি দৃষ্টি করে। বদনে বসন দিয়ে, রাধা ভাব মনে হয়ে, ভাবে চিত্রা কি করি অন্তরে॥ যে বুঝি রাধার মন, ইথে সাধা অকারণ, সাধিলে বিবাদ আর বাড়ে। সাত পাঁচ ভাবি মনে, চলে চিত্রা নিজ স্থানে, দেখি রাধা মুর্চ্ছা হয়ে পড়ে॥ অচেতন কমলিনী; যেন মণিহারা ফণী, স্বর্ণলতা লোটায় ভূতলে। প্রমাদ দেখিয়া বৃন্দা; গোবিন্দেরে করে নিন্দা, শ্রীমতীরে ধরা হৈতে তোলে প্রবোধ বাক্যেতে দূতী, কহিছেন রাধার প্রতি স্থির হও ও রাজ হুমারী। তব দুঃখ ঘুচাইব, আমি মধুপুরে যাব, এনে দিব তব প্রাণ হরি॥ চুরি করি তব মন, পলায়ে মধু ভুবন; চোরা হয়ে কত দিন রবে। যাইয়ে আপন জোরে, বেধে আনি তব চোরে, কার সাধ্য কে তারে রাখিবে॥ কান্দ কেন রাধা প্যারী, আমি তব হিতকারি; এই তুমি জানত গো মনে। করিলাম অঙ্গীকার, যাইব যমুনা পার, তব কার্য্য সাধিব যতনে॥ শুনিয়ে বৃন্দার বাণী, তুষ্ট হয়ে কমলিনী, দূতী প্রতি বলে বিনয়েতে। কি বলিলে সহচরী, এনে দিবে প্রাণ হরি, প্রত্যয় না হয় গো মনেতে তেমন কপাল নয়, পুনঃ গোকুলে উদয়, হইবেন বাঁকা বংশীধারী। সে রূপ হেরে নয়নে, কালাচাঁদের সুধাপানে, যুড়াইবে

এমনি চকোরী॥ আমি জানি বৃন্দা সতী, তুমিত দুঃখের দূতি, তোমা বিনা কে আছে রাধার। কবে মধুপুরে যাবে, হারা নিধি মিলাইবে; কবে হব যাতনার পার॥ রাধা বলে বংশীধারী, কবে বাজাবে বাশরী, কবে শ্যামের বামেতে বসিব। বনফুলে মালাগেথে, সাজাইব সে গলেতে; কবে বাকা নয়নে হেরিব॥ শ্যাম আন বা না আন, যে কথা শুনালে যেন, কৃষ্ণ মোরে করিলে অর্পণ। শুনে প্রাণ যুড়াইল, বিচ্ছেদের জ্বালা গেল, শ্রবণেতে যুড়াল শ্রবণ॥ বিলম্বেতে কিবা কায, নাহি সখী সহে ব্যাজ, শীঘ্র যাহ মথুরা ভুবন। আমার বৃত্তান্ত যত, কৃষ্ণেরে কি রাবে জ্ঞাত; বল তার নিকট মরণ॥ এতেক বলিয়া প্যারী, দূতীর করেতে ধরি, তোষে তারে অমীয়া বচনে। শ্রীমতীর যতন দেখি, বৃন্দা মনে হয়ে সুখী, যাত্রা কৈল মথুরা ভুবনে॥ প্রেমানন্দে গোপীগণ, কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ; চতুর্দ্দিগে করিতে লাগিল। কেহ বলে হরি হরি, কেহ বলে সহচরী, বৃন্দা বুঝি বিধাতা হইল॥ হরিষেতে গোপীগণ, করে মঙ্গলাচরণ, আয়োজন বিবিধ প্রকার। কেহ পূর্ণ ঘট আনে, আম্র শাখা তার সনে; কেহ বলে জয় শ্রীরাধার॥ এই রূপে গোপীচয়, সবে আনন্দিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের আগমন শুনে। তবে বৃন্দা ব্যস্ত হয়ে, রাধা কৃষ্ণ নাম লয়ে, বিদায় হৈল রাধার চরণে॥ বৃন্দারে বিদায় করি; কহে রাধা সহচরি, ওগো তোরে কি বলিব আর। চাতকীর মত হয়ে, রহিলাম পথ চেয়ে, এ পিপাসে হই যেন পার॥ বৃন্দা বলে প্রাণ সখী, আশীর্ব্বাদ কর দেখি, অবশ্য পুরাব মন সাধ। সত্তরে মথুরা যাব; নিজ সত্য পুরাইব, এনে দিব তোর কালাচাঁদ॥ শুন মন বলি সার, যদি হবে ভবে পার, ত্যজহ বিষয় আকিঞ্চন। জপ মধুর

চন্দ্রাবলীর সহিত বৃন্দার কথোপ কথন।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া ।

বৃন্দে গোবিন্দ যদি পার আনিতে। জন্মের মত বিকাইব তব চরণেতে। সেই কৃষ্ণচন্দ্র বিনে, হৃদি গগণ জ্যোতিঃ হীনে, শ্রীনাথ অভাবে শ্রীহীনে হয়ে আছি সকলেতে॥

ত্রিপদী। এত বলি সহচরি, রাধারে সান্তনা করি, চলিলেন মথুরার পথে। পথ মধ্যে চন্দ্রাবলী, হয়ে অতি কুতুহলীঃ ধরি লেক বৃন্দার করেতে॥ চন্দ্রা কহে ওগো দূতী; কোথায় চলেছ অতি দ্রুতগতি দেখি কি কারণ। বুঝেছি গো অভিপ্রায়ঃ যাবে নাকি মথুরায়; বল বল যুড়াই শ্রবণ॥ ব্রজাঙ্গনা মধ্যে অতি; তুমি সখা বুদ্ধিমতিঃ তোমার তুলনা দিতে নাই। একর্ম্ম যদ্যপি পারঃ এ দুর্গমে যদি তারঃ কেনা হয়ে রব তব ঠাঁঞি॥ বৃন্দা কহে চন্দ্রাবলী; আন্তে বটে বনমালী যাব আমি মথুরা ভুবন। যার ধন তারে দিব, রাধারে সান্ত করিব, অন্যে নাহি পাবে কৃষ্ণধন একবার চুরি করে, লয়েছিলে নটবরে, পথে পেয়ে শ্যামের দর্শন। হরিয়ে পরের ধন, যে জন যুড়ায় মন; ছিছি মেনে সে মেয়ে কেমন॥ তোমার প্রেমের দায়; রাধার মানে শ্যামরায় যোগী সেজে মান ভিক্ষা করে। তবু নাহি যায় মান, শেষে করিয়া বিধান, মান ভঙ্গ করে পায় ধরে॥ নাগর সে শ্যামরায় ধরি নাগরীর পায়, মনে মনে মান উপজিল। কংস যজ্ঞ ছলে গিয়া, কালি আসিব বলিয়া; তেই বঁধু মধুপুরে গেল॥ তাই বলি চন্দ্রাবলী, তোমা হৈতে বনমালী, পরিত্যাগ করিল রাধারে যদি আমি কৃষ্ণ ধনে, আন্তে পারি বৃন্দাবনে; এবার গো দিব না তোমারে॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা, লাজে চন্দ্রা হেট মাথা; দূতী

প্রতি বিনয়েতে বলে। কেন দূতী বাক্য বাণ; অঙ্গে করিছ সন্ধা নঃ আর কেনে নিন্দা কর ছলে ॥ যা হবার হয়ে গেছেঃ শ্যামত ওবাদ সেধেছেঃ অনাথিনী করেছে সবারে। তুমি যদি পুনঃ বুজেঃ আস্তে পার বুজরাজেঃ ছন্দমেনে দিও গো রাধারে ॥ রাধা রাজার নন্দিনীঃ তাই বলে ও সজনী; তার পক্ষে এক পক্ষ হলে। আমাদের নাই পক্ষঃ কেবল গো কৃষ্ণ পক্ষ, বিপক্ষ নয় সে পক্ষ হইলে ॥ আমি অতি অভাগিনীঃ নাহি আমার সঙ্গিণী আহা বলে হেন জন নাই। তুমি যাবে মধুপুরীঃ যা জান গো সহচরিঃ মোর পক্ষে বলো তার ঠাঞি ॥ এতবলি চন্দ্রাবলীঃ নিজ স্থানে গেলা চলিঃ বৃন্দাদূতী যায় মথুরাতে। শ্রীকৃষ্ণের রাজা পায়ঃ মন সংযোগিয়া তায়, কৃষ্ণ গুণ রচিল ভাষাতে ॥

বৃন্দার মথুরায় প্রবেশ।

রাগিণী সুহিনী তাল আড়া।

শ্যাম কোথা রহিলে দেখা দেও হে দয়া করে। কে তারিবে তোমা বিনে, দীনে ক্ষীণে অনাথিরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ২ বলে দুঃখে অঙ্গ জ্বলেঃ পুড়ে মরি যে অনলে, স্বনে তুলে দেয় আমারে ॥

পয়ার। এই রূপে বৃন্দাদূতী গোকুল হইতে। উত্তরিল মথুরায় কৃষ্ণের দ্বারেতে ॥ অমর পুরীর প্রায় পুরীর গঠন। মনি জলে যেন সর্ব্বদা দীপ্ত হুতাশন। সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত অয়স্কান্ত মনি চতুর্দ্দিগে খচিত রচিত রাজধানী ॥ নানা বিধ বহুরূপ পতাকা উড়িছে। নহবৎ বালাখানার উপরে বাজিছে ॥ অপরূপ রাজপথ দেখিতে সুন্দর। কত শত লোক চলে তাহে মনোহর ॥ রাজধানী দেখি বৃন্দা মোহিত হইল। ক্রমে ক্রমে পুরমধ্যে প্রবে

শ করিল। পুরী মধ্যে যাইতে জিজ্ঞাসে দ্বারীগণ। কোথা হতে এসে যাবে কাহার সদন॥ নবীনা যুবতী দেখি বয়েস তরঙ্গ রতিপতি যুবতী জিনিয়া তব অঙ্গ॥ একাকিনী কার কামিনী কি কারণে ধনী। রাজদ্বারে দেখা দিলে বল তাহা শুনি॥ কি নাম কোথায় ধাম কাহার সুন্দরী। কে তোমারে পাঠাইল এ মথুরা পুরী॥ বৃন্দা বলে দ্বারীগণ বৃন্দা নাম ধরি। বৃন্দাবনে রাজা রাই তার সহচরী॥ তিনি পাঠাইলেন দ্বারী এমধু ভূবনে। প্রয়োজন আছে কিছু রাজার সদনে॥ অতএব যাব আমি রাজার সভায় নিবেদন আছে কিছু কহিব রাজায়॥ দ্বারী বলে শুন বৃন্দে রাজ আজ্ঞা বিনে। না পাইবে যাইতে তুমি রাজ দরশনে॥ বৈসহ সুন্দরী আগে জানাই রাজারে। যে আজ্ঞা করেন রাজা কহিব তোমারে। এত বলি গেলা দ্বারী সভার ভিতরে। বৃন্দার বৃত্তান্ত সব কহিল রাজারে॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা গোবিন্দ তখন। আস্তে ব্যস্তে উঠি দাঁড়াইলা নারায়ণ॥ আগুসার হয়ে কৃষ্ণ আসিয়া দ্বারেতে। বৃন্দারে দেখিয়ে কন অমীয়া বাক্যেতে॥ এস এস প্রাণ সখী একি ভাগ্যোদয়। কত আনন্দিত হলেম দেখিয়া তোমায়॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ দূতী করে ধরে। বৃন্দারে লইয়া গেলেন সভার ভিতরে॥ বিচিত্র আসন দেন বসিতে বৃন্দারে। বসিলেন বৃন্দাদূতী কৃষ্ণের আদরে॥ তবে সে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কহ গো সজনী ভালতো গো আছ ভাল আছে কমলিনী॥ কেমন আছয়ে আর যতেক গোপিনী॥ কেমন আছয়ে পিতা মাতা নন্দরাণী॥ কেমন আছে ছিদামাদি যত সখাগণ। শামলী ধবলী সখী আছেগো কেমন॥ ওরে মন কৃষ্ণ নামামৃত কর পান। যদি হবে দারুণ কালের হাতে ত্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দার ব্রজের

সংবাদ কথন।

রাগিণী সুহিনী। তাল আড়া।

তাই ভাবি হে কৃষ্ণ প্রেমের ফল এই কি। যে তোমাতে প্রাণ সপে শেষে প্রাণে মরে সে কি। ও হে দীননাথো; একি বল রিতোঃ যে তব চরণাশ্রিত, নিশ্চিতো বধ তারে কি॥

ত্রিপদী। বন্দা বলে ওহে হরি, শুন নিবেদন করি; তোমা বিনা যে যেমন আছি। কি কহিব পরিচয়, সে বর্ণন নাহি হয়, তাই বধু জানিতে এসেছি॥ কাল আসিব বলে হরি, ছলিয়ে ব্রজের নারী; ছলপেতে এলে সখা ছলে। কংসের পাইয়া রাজ্য, ব্রজ পুরি করি ত্যজ্যঃ অসহ্য বিচ্ছেদানল দিলে॥ শুনহে হবুজা কান্তঃ ব্রজপুরের বৃত্তান্ত; যে সুখেতে আছি হে গোঙ্গনে। প্রাণে মাত্র নাহি মরি, বেচে আছি বংশিধারী, পড়ে তব আশা বৃক্ষতলে॥ ক্রমে ক্রমে আশা তরুঃ শুকাইয়ে হলো সরু হেরে হরি নিরাশ ভাবিয়ে। কমলিনি প্রাণে মরে; তোমার বিচ্ছেদ শরে; জেনে কি হে জাননা কাঁদিয়ে। ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দাবন; গোপ গোপি অচেতন; ভাসিতেছে নয়ন সলিলে। পশু পক্ষ নাহি রব, বৃক্ষে নাহিক পল্লবঃ অলিগণ বসেনা কমলে॥ আর শুন নৃপমণিঃ তব মাতা নন্দরাণি, অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে আছে। গান করি তব গুণ, পথে২ সর্ব্বক্ষণ, উম্মাদিনি প্রায় ভ্রমিতেছে॥ নন্দ আর উপনন্দ, কাদিয়া হয়েছে অন্ধ, সন্ধ তারা আছে কিবা নাই। ছিদাম আদি যত সখাঃ তোমার বিহনে সখা, কাদি বলে কোথায় কানাই॥ আর শুন বনমালি; চমৎকার কথা বলিঃ শ্রীমতির নয়নের জলে। কহিব কি নটবরঃ নদি এক ঘোরতরঃ আচ

স্থিতে হয়েছে গোকুলে ॥ সে নদীর নাহি কূল, তরঙ্গে উদক কূল ভেঙ্গেছে হে দুঃখিনী রাধার। নাবিলে হে সেই জলে, জলে অঙ্গ দ্বিগুণ জ্বলে, জলে জলে একি অবিচার ॥ যদি সহে সে যাতনা, জলে নাবি কেলেসোণা, অভিমান কুম্ভীর তাহায়। অকাতরে পায়ে ধরে, অভিমান সে কুম্ভীরে, প্রাণ বধ করে গোপিকায় শুনং হৃষীকেশ, কহি শুন সবিশেষ, সে নদীর সকল কাহিনী ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণা হয়, গঞ্জনা মারুত বয়, ঝড়ে ডুবে অবলার তরণী নিবেদন করি শ্যাম, কেন তারে হলে বাম, কেন বাদ সাধিলে ব্রজেতে। দেহ মন সমর্পিয়ে, বিকাইয়ে রাঙ্গা পায়ে, নারিলেম তোমারে রাখিতে ॥ স্বর্ণলতা কমলিনী, তব প্রেমে কাঙ্গালিনী তোমা বিনে জানেনাত আর। তোমার প্রেমেতে মজে, যেইজন কুল ত্যজে, শেষে কি হে প্রাণে বাঁচা তার ॥ কারে কর আদ রিণী, কারে কর অনাথিনী, কখন কারে হওহে সদয়। যেমন নিদয় প্রাণ, হরিয়া পরের প্রাণ, পরে দেশ ছাড় দয়াময় ॥ কর হ আপন পরে, প্রিয়জন ত্যাগ করে, যে তোমারে অভিন্ন না ভাবে। যে তোমার হয় প্রিয়, তারে কেন অপ্রিয়; ভাব কিছু নাহি পাই ভেবে ॥ এত দিন গোপীগণ, সেবিয়ে ও শ্রীচরণ, না পাইল স্থান শ্রীচরণে। কেমনে হে শ্যামরায়, কুবজা কি গুণে তোমায়, বান্ধিলেক প্রেমের বন্ধনে ॥ ছি ছি কৈতে হয় লজ্জা, রাই হৈতে কি কুব্জা, ওহে বধু এত মধু আছে। কেমন প্রেমে রধারা, একেমন প্রেম করা, ব্যভারে ব্যভার জানা গেছে ॥ এবে জেনেছি শ্রীপতি, পুরুষ নিদয় অতি, দয়া ধর্ম্ম নাই শরী রেতে। নারীর সরল প্রাণ, নাহি হিতাহিত জ্ঞান, প্রাণ দেয়

পুরুষের হাতে ॥ দেখ হে চিকন কালা, পাতি মৈলে হুলবালা, অনায়াসে মরে যে আগুনে। না তারে আপন প্রাণ, পর লাগি দেয় প্রাণ, সখা হয় সরলতা গুণে ॥ পুরুষেতে কে কোথায়, নারী সঙ্গে সঙ্গী হয়, কভু সখা শুনেছ শ্রবণে। অবোধ যেমন নারী, এমন মাহিক হেরি, ধিক ধিক রমণীর প্রাণে ॥ এখন মনেতে করি এবার মরিলে হরি, নিদয় পুরুষ জন্ম হয়। এলাঞ্ছনা এগঞ্জনা, আর প্রাণে সহে না, নমস্কার করি তোর পায় ॥ নব নীরদ বরণ ভাব মন অনুক্ষণ, কালের ভাবনা দূরে যাবে। ইহ কাল সুখে যাবে, পরকালে মোক্ষ হবে; অনায়াসে বৈকুণ্ঠেতে রবে ॥

শ্রীকৃষ্ণের খেদ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যম ঠেকা।

তুমি জেনে জান না গো সজনি। আমি কভু ছাড়া নই রাধা রস বিলাসিনী ॥ মম শরীরের শক্তি সে প্রকৃতী রূপা সুখদা মোক্ষদা প্যারী ভক্তি মুক্তি দায়িনী ॥

— পয়ার। বৃন্দার বচনে কৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া। কহেন মথুরা পতি বিনয় করিয়া ॥ ওগো বৃন্দে আর নিন্দে করোনা আমায় শুনিয়া ব্রজের কথা প্রাণ দগ্ধ হয় ॥ আহা মরি কি দশা হৈয়াছে আমা বিনে। ধিক মোর রাজ্য ধন ধিক মোর প্রাণে ॥ মা যশোদা পিতা নন্দ আমা বিহনেতে। কেমনেতে সজনী গো বাঁচে পরাণেতে ॥ যে রূপ দারিদ্র ধন শুন প্রাণ সই। তেমনি গো নন্দ যশোদার আমি হই ॥ আমা বিনা সে দোহার কিবা গতি আর ভুলিয়া রয়েছি পেয়ে তুচ্ছ রাজ্য তার ॥ প্রাণ কমলিনী সখী রয়েছে ব্রজেতে। শুন্য দেহে আমি সখী আছি মথুরাতে ॥ শয়নে স্বপনে আমি রাধা রূপ হেরি। প্রাণে বাঁচি রাধা নামামৃত

পান করি।। শ্রীমতী শরদ শশী আমি গো চকোর। রাই, রাজা পুজা আমি খ্যাত চরাচর ।। যেই রাধা সেই আমি দেহ ভিন্ন যেন। বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই গো কখন।। ছায়া প্রায় শ্রীরাধার পিছেং থাকি। অলি কি পদ্মিনী ছাড়া থাকে প্রাণ সখী ।। শ্রীমতীর রাঙ্গা পায় বিক্রীত হয়েছি। রাধা হৈতে রাধানাথ নাম পাইয়াছি ।। রাই হৈতে প্রাণ সখী ঈবজা বড় নয়। চন্দ্রের তুল না কি গো নক্ষত্রেতে হয়।। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র গো উঠিলে গগণে শোভা নাহি হয় কভু শশধর বিনে।। জল বিনা শোভা কি গো পায় সরোবর। ফল ফুল বিনে কবে শোভে তরুবর ।। উচ্চ কুচ বিনা শোভা নারীর কি হয় । গুণ বিনা সুপুরুষ শোভা নাহি পায় ।। তেমতি আমার জ্ঞান বিনা সে কিশোরী। ঈজায় কি শোভা পায় এ মথুরা পুরী ।। হৃদয় নিকুঞ্জ বনে আছেন কিশোরী। আনন্দে রাধারে লয়ে সুখে বিরাজ করি ।। মনসুতে নানা ফুলে অভরণ গেঁথে। মনেং পরাই গো রাধার গলেতে ।। রাধা কৃষ্ণ একতনু জানিহ নিশ্চয়। চনক দলের ন্যায় ভিন্ন কিছু নয় রসনা আমারওরে বল কৃষ্ণনাম। নিরন্তর ভাব মনে ত্রিভঙ্গিমঠাম

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের ভৎসনা ।

রাগিণী খাম্বাজ । তাল মধ্যমান ঠেকা ।

জানি শ্যাম রাধায় ভালবাস হে যত । রাধায় মনে থাকিলে কি বনেং সে কান্দিত। রাধাকান্ত রাধাকান্ত, হইলে নিতান্ত, তবে কিহে ঈবজাদাসী নূতন প্রিয়সিনী হৈত ।।

অন্ত্যযমক।

পয়ার। বৃন্দা বলে বংশীধারী কথা অপরূপ। অবলা পাইয়া বুঝি ভুলাও এরূপ ।। রাধা ছাড়া নও তুমি কেমনেতে হরি। তবে

কেন রৈলে হেথা তারে পরিহরি ॥ তারে ছাড়া নও তুমি যদ্যপি শ্রীকান্ত। তবে কেন তব খেদে কান্দে সে একান্ত ॥ আন্ত্রিকের টান কৃষ্ণ রাধায় থাকিলে। তবে কি সে প্যারা ত্যজে এখানে থাকিলে। মুখেতে যেমনবল কর্ম্মে যদিহয়। তবে গোপীকার দশা এ প্রকার হয় ॥ বাঁশীর গানেতে যারে করিলে উদাসী। তারে করি নিরাশ মহিষী কৈলে দাসী ॥ যার মানে শ্যামরায় যোগী সেজে ছিলে। বিচ্ছেদের যত সুখ তাতো জেনে ছিলে ॥ সে বিচ্ছেদে তব খেদে দুঃখী কমলিনী। সলিল বিহনে যেন থাকে কমলিনী ॥ তাহার ঔষধ কৃষ্ণ আছে তব স্থানে। শীঘ্র করি চল সখা শ্রীমতীর স্থানে। যদি মনে কর কৃষ্ণ আমি যদুপতি। কেন যাব তার কাছে হইয়া ভূপতি সেওত সামান্য নহে ত্রিলোকেতে জানে। পায়ে ধরেছিলে বঁধু যার অভিমানে ॥ পাইয়াছি যার কাছে কোটালির ভার। তার কাছে যাওয়া বঁধু এত কিহে ভার ॥ আগে মান রেখে যার বাড়াইলে মান। এবে দুঃখে ডুবাইয়া কর অপমান ॥ তোমার রাজ্যেতে শুনি নাহি অবিচার। বিচার্য্য হইয়াছ কর রাধার বিচার ॥ সাধি যার করে ধরে করিলা পিরিতি। তাহাকে ডুবানো কি রাখালরাজ নীতি ॥ তব খেদে তার চক্ষে পড়ে জলধারা। তারে যে নিদয় এত রাখালের ধারা ॥ ওহে কৃষ্ণচন্দ্র তুমি গোকুলের চন্দ্র। অন্ধকার গোকুল বিহনে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ বৃন্দাবনে যায়্যা ব্রজবাসী কর মুক্ত অবজ্ঞা রাহু হৈতে হও একবার মুক্ত ॥ আর কথা বলি ওহে ত্রিভঙ্গ নাগর। নাগরিরে হেন করে কে কোথা নাগর ॥ বিশেষ যে তোমা বই নাহি জানে মনে। তার কিহে মন সাধ থাকে মনে২ সে নারী কিগুণে তব জলে নিরন্তর। তার আঁখি কখন না হয় নীর

স্তর ।। আমি অতি মূঢমতি ভজন না জানি। ইথে যদি ত্রাণ পাই তবে নাম জানি ।।

বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিঃ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তিওট।

সখী সে রাজ্যে নাহি সুখোদয়। যে রাজ্যে নাগর হয়ে কোটাল হয়। তাতেই অধৈর্য্য হয়ে, সেরাজ্য তেয়াগিয়ে, অপার্য্যে এই মধুরাজ্যে হয়েছি উদয়

ত্রিপদী।। কৃষ্ণ কন ওগো বৃন্দে, কেন কর মিছে নিন্দে, তুমি কিগো জেনেও জাননা। কৈতে হলো সে কাহিনী, না বলিলে ওসজনী, এলাঞ্ছনায় প্রাণ যে বাঁচেনা।। শুন শুন প্রাণ সই, কই তবে সমুদয়ি, তোমাদের সৌজন্যতা যত। চন্দ্রাবলীর ছল ধরে, রাধারে মানিনী করে, আমার অবস্থা কৈলে কত।। সে নিকুঞ্জ হৈতে মোরে, দিয়ে ছিলে বারি করে, সকলেতে ঐক্যতা করিয়ে। তোমাদের গুণ যত, সকলি হে আছি জ্ঞাত, সত্য কিছু যাই না ভুলিয়ে।। দেখ দেখি প্রাণসখী, নাগরেতে বল দেখি, কে কোথা নারীর পায়ে ধরে। কে কোথা মানের তরে, যোগী সেজে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা ছলে মান ভিক্ষা করে।। সুখে আছি সহচরি; এসে এই মধুপুরী; ঘুচেছে গো পায় ধরা ধরি। কথায়২ মান ভাঙ্গিতে সে অভিমান, ওসজনী আর নাহি পারি ।। নিত্য হৈলে বাঁকাবাঁকি, কেমনেতে প্রাণ সখী, পুরুষের বাঁচে বল প্রাণ। তাহাতে বিবাগী হয়ে, কংস যজ্ঞ ছল পেয়ে, এসেছি হে লয়ে নিজ মান ।। তোমাদের যত দোষ, ঢাকা দিয়ে সব দোষ, মিছে দোষী কয়হ আমারে।। বুঝে যদি দেখ সই, আমি কোন দোষী নই বিনা দোষে দোষ কোথা ধরে।। পুরুষ পরেশ জাতি, স্বভাবে সরল

অতি, দেখ সখী তাহার প্রমাণ। দক্ষ যজ্ঞ যেই কালে, সতী শিব নিন্দা ছলে, অনায়াসে ত্যজিলেক প্রাণ ॥ শুনিয়া সতীর নাশ, পরে সখী কৃত্তিবাস; নারী শোকে শোকাকুল হয়ে। দক্ষ যজ্ঞ নাশ করে, সতী দেহ শিরে ধরে, ভ্রমে হর কান্দিয়ে কান্দিয়ে ॥ শিব সতী দেহ লয়ে, ক্ষেপা হর গুণ গায়ে, বিশ্বনাথ করেন রোদন। নাহি ছাড়েন স্নেহেতে, শেষে চক্রী চক্রেতে, সতীদেহ কাটেন তখন ॥ একান্ন খণ্ড হইল, যেখানে অঙ্গ পড়িল; মহাপীঠ হৈল সেই খানে। তবু শিব না ছাড়িয়ে; সেই সব স্থানে গিয়ে ভৈরব হইল তা রক্ষণে ॥ আর দেখ প্রাণসখী, শ্রীরামের সে জান কী হরে লৈয়ে গেল লঙ্কেশ্বর। সীতা শোকে রঘুপতি; শোকেতে কাতর অতি, কেন্দে ভ্রমে অরণ্য ভিতর ॥ সখা করে সুগ্রীবেরে, সীতার উদ্দেশ করে, সেতুবন্ধ কৈলা সাগরেতে। বানর সহায় করি, রাবণেরে বধ করি, তবে রাম উদ্ধারিলা সীতে ॥ দেখ দেখি প্রাণ বন্ধে, পুরুষে না কর নিন্দে; পুরুষেতে যেমন সুজন পিরিতের কেনা হয়, নারীর তরে প্রাণ দেয়; আপনারে না ভাবে আপন ॥ এ বলে কি সহচরি, ত্যজ্য আমার সে কিশোরী; কমলিনী আমার জীবন। যে থানে সেখানে থাকি, রাধা ছাড়া নাহি থাকি, ভুলিনাকো না হৈলে নিধন ॥ মন তোরে শুন বলি; কেনে হয়ে হুতুহুলী, সংসারেতে ফলাসক্ত হও। সে মধু পান করিলে, কোন ফল নাহি মিলে, কৃষ্ণ পদাম্বুজে রত হও ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দার পুনরুক্তি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল জৎ।

ছলে কলে শ্রীরাধার হরিয়ে মান। পুনরায় শ্যাম
রায় মনে ভাব অপমান। আহা আহা মরি মরি,

কিবে সরল তুমি হরি, বধে রমণী প্রাণ আবার
কর অভিমান ॥

পয়ার॥ বৃন্দা কহে ওহে বধূ বলিলে বিস্তর । এ কথাতে নটবর কি দিব উত্তর॥ তুমি সখা রসময় রসিক প্রধান ।মোর কথা কহিলে সখা শুনে জলে প্রাণ ॥ বল্লে যে রাধার মানে সেজে ছিলে যোগী । তেই মধুপুরে এলে হইয়া বিবাগী ॥ পায়ে ধরে শ্রীমতীরে সেধেছিলে বটে। যার জ্বালা তারে বিনে অন্যে নাহি ঘটে ॥ তেবে দেখ দেখি কৃষ্ণ তোমা বিহনেতে । কে আর রাধার আছে এতিন লোকেতে ॥ কৃষ্ণ তুমি শ্রীরাধার মান অপমান তাই হে তোমায় বধূ করে অভিমান ॥ আপনিত শ্রীরাধার মান বাড়াইলে ।আদরিণী নাম তার আপনি রাখিলে ॥ ভালবাস বলিয়ে হে তাই কমলিনী । তোমার উপরে হয়ে ছিল হে মানিনী তোমার রাধারে আর কোন প্রয়োজন । কুজবারে লইয়ে হরি কর কালযাপন ॥ তারে যত ভালবাস বুঝা গেছে ভাবে । রাধা মৈলে কৃষ্ণ তোমার কি ক্ষতি হইবে ॥ আর কৃষ্ণ রাধানামে কিবা সুধা আছে । প্যারী এখন বাসাফুল মধু ফুরায়েছে ॥ বৃন্দাবনে ছিলে যবে নিকুঞ্জ বিহারি। রাধা বলে রাধানাথ বাজাতে বাশরী ॥ কও হরি সে বাশরী কি বলে বাজাও। কার গুণ শ্যামরায় মুরলীতে গাও ॥ মরি মরি ওহে কৃষ্ণ কি গুণ তোমার । দোষ শূন্য কিবা দেখি কলেবর আর ॥ সকল দোষের দোষী মোরা তব স্থান । সেধে নাকি দিয়েছি হে কুল শীল মান ॥ এই দোষে দোষী বুঝি হয়েছে কিশোরী । ভাল দোষ গোপাকার ধরেছ শ্রী হরি ॥ তোমার যে শিষ্ট ধারা অখল অন্তর। খলের বার্ত্তা কিছুই জান না নটবর ॥ বিবেচনা কর দেখি ওহে দয়াময় । তোমারে

যে প্রাণ সপে সে প্রাণ হারায়॥ মরে মরুক সে রাধা হে তাহে নাই ক্ষতি। তাই বলি চন্দ্রাবলীর কি হবে দুর্গতি॥ যার তরে শ্রীমতারে বিসর্জ্জন দিলে। তারে বা কোন বংশীধারী সুখেতে রাখিলে॥ কৃষ্ণ হে তোমার মত মন পেলে পরে। এর সমুচিত ফল দিতাম তোমারে॥ কি কহিব কুবজারে ওহে দয়াময়। এক জনের আশাধন কেমনেতে লয়॥ তারে মিছা দোষ দিই কর্ত্তা তুমি যার। যেমন দেব ভূষণ বাহন তেমনি তার॥ হায় হায় কি দুর্দ্দশা হয় মথুরার। চোরে করে রাজকর্ম্ম একি চমৎকার॥ গোষ্ঠে গোষ্ঠে রৌদ্রে মাথা শুষ্ক হৈত যার। তার শিরে রাজছত্র একিরে বিচার॥ ওহে কৃষ্ণ তোমার আদ্যন্ত সব জানি। কে আর যমুনায় বল বাহিবে তরণি॥ রাজা হলে হলে বলে যাবেনা এ দোষ চরার খ্যাত আছে তোমার পৌরষ॥ গেল গেল দিন গেল ওরে মত্ত মন। দিনান্তরে হরি নাম কর উচ্চারণ॥

কুবজার সহিত পুরবাসিনীর কথা।

রাগিণি বারোঙা। তাল খেমটা।

দেখসে কুবজা এসো গো ত্বরায়। তোমার হরিকে
আজি হরে লয়॥ অকস্মাৎ এসে, পিতবাসে অ
নাসে, রমণি এক লয়ে যায়॥

ত্রিপদি॥ কৃষ্ণ বৃন্দা দুজনার, এই মত দ্বন্দ হয়, দেখি পুররাসি এক নারি। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, কুবজারে সম্ভাষিয়া, কাতরেতে কহে ধিরি ধিরি॥ ওগো ওগো রাজরাণি; আজি বড় নৃপমণি, ঠেকেচেন দারুণ দায়েতে। বৃজে হতে এক নারি বৃন্দা নামে এক নারি, এসেচে গো রাজার সভাতে॥ কেনার অধিক চেয়ে, কত বলিচে রুষিয়ে, দেখে শ্যাম কাতর ভয়েতে

যেন গো ধারেন ধার; সে নারীর প্রেমধার, বুঝা যায় কথার কথাতে ॥ যে বুঝি বৃন্দার মন, তাহে বুঝি কৃষ্ণধন, আজি রাণী থাকে কি না থাকে । কি কর গো ঠাঙ্গরাণী, চক্ষে নাহি দেখি শুনি; রমণীতে এমন ব্যাপিকে ॥ বাক্য শরে নৃপতিরে, সদা জ্বর জরে করে, থর থর কাঁপয়ে রাগেতে । ঝর ঝর ঘাম ঝরে; শ্রীকৃষ্ণ মজ্জন করে, আপনার পীত বসনেতে ॥ তোমা হৈতে প্রিয়জন, শতগুণে সেই জন, বোধ হয় ব্যভার দেখিয়ে আজি বা দুর্জ্জল যায়, পুনঃ মূষিক হতে হয়; দেগে এসো কি কর বসিয়ে॥ গবাক্ষের দ্বার দিয়ে, শীঘ্র দেখে এসো গিয়ে, কালাচাঁদে গ্রহণ হয়েছে । বৃন্দা রাহু আচম্বিতে, আসিয়াছে সে গ্রাসিতে; কালশশী বিপাকে পড়েছে॥ ক্ষণেক যদি গো রাণী; স্থিতি করে সে কামিনী, সর্ব্বগ্রাস করিবেক চাঁদে । এবে কর দয়শন; হইয়াছে যে গ্রহণ, শেষে কেন ডুবিবে বিষাদে এতেক বচন শুনি, শিহরে নূতন রাণী, বলে ওগো কি কথা শুনালে৺ কোথা হৈতে এলো বৃন্দে; হরে লইতে গোবিন্দে, শুন্যা কার হেরি যে শুনিলে ॥ আমাদের শিরোমণি; সেই বাঁকা নীল মণি, দেখে কেবা লোভিত হইল । চোরের উপরে চুরি, করে কে গো সহচরি, আমি তার কি করিব বল ॥ যা করেন দয়াময়, তাই হইবে নিশ্চয়, কার কবে হন কেবা জানে । কে তাঁরে পারে লইতে, যদ্যপি না চান যেতে, যাইলে রাখিবে কোন জনে ॥ হরিনাম জপ মন, এ সংসার অকারণ; সেই মাত্র সকল জানিবে । রবি সুতের মন্দিরে; যাইতে না হবে ফিরে জঠর য ন্ত্রণা দূর হবে ॥

অক্রূরের প্রতি দূতীর ভৎসনা।

রাগিণী বেহাগ। তাল জৎ।

অক্রূর বল২ হে তোমার মন্ত্রণা কেমন। কৃষ্ণ ব্রজের জীবন রাধার সাধের ধন; এনে অনাসে কুবুজার করে করিলে অর্পণ পুয়ার। এই রূপে বৃন্দাদূতী কৃষ্ণের সভাতে। অক্রূরে হেরিয়ে কিছু কহে বিনয়েতে॥ ওহে মহাশয় বুঝি তুমি হে অক্রূর। কে বলে অক্রূর ওহে তুমি পূর্ণ ক্রূর॥ তুমি না হে গিয়াছিলে শ্রীবৃন্দাবনেতে। তোমা হৈতে গোপীকার এ দশা ব্রজেতে॥ কি গুণেতে তোমায় ধার্ম্মিক লোকে কয়। বুঝেচি তোমার যত আছে ধর্ম্ম ভয়॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম ভয় যার থাকে হে শরীরে। সে নাকি এমন করে নারী বধ করে॥ আমাদের প্রাণ ধন নন্দের নন্দন। পরধনে লোভিত হইলে কি কারণ॥ মন্ত্রণা করিয়া ছলে এনে কৃষ্ণধন। কেমন করে কুবুজারে করিলে অর্পণ॥ মনেতে তোমার কিছু দয়া না হইল। বিধি কি তোমার মন পাষাণে গঠিল॥ অক্রূর সরল ওহে যেই জন হয়। সে কভূ হে এ আগুণে হাত নাহি দেয়॥ ধর্ম্ম ভয় যে জনার থাকয়ে মনেতে। সে কি পারে হেনরূপ অবলা মজাতে॥ অক্রূর ধরিয়া নাম হলে তুমি খল। আছে যত ধর্ম্মভয় জেনেছি সকল তোমার মালায়ধিক২ তিলকেতে। ধিক তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ধিক ধর্ম্ম পথে॥ তোমারে আমারে ধিক২ শ্রীকৃষ্ণেরে॥ ধিকাধিক ততোধিক ধিক শ্রীরাধারে॥ যদি বলে শ্রীমতীরে ধিক দিলে কেন। তাহার বৃত্তান্ত তবে কহি কিছু শুন॥ রাধারে দিলেক ধিক এই সে কারণে। কেন প্রেমে মজেছিল লম্পটের সনে॥ যে তারে না মনে করে কেন তার তরে। প্রেম দায় প্রাণ

দেয় আত্ম ভেবে পার ॥ কৃষ্ণেরে দিলেক ধিক এই মর্ম্ম তার। না রাখেন যে জন শরণাগত তাঁর ॥ ধিক দিলেক আপনাকে বিবেকী হইয়ে। পরেঅক্রূরের কথা শুন মন দিয়ে ॥ এতবাদ বৃন্দাদূতী কহিল অক্রূরে। শুনিয়া অক্রূর তবে প্রত্যুত্তর করে কেন বৃন্দে দুবচন বলহ আমারে। আমি হে অক্রূর ক্রূর নাহি ক শরীরে ॥ তোমাদের ভাগ্যহতে এসেছেন হরি। মোরে কেন মিছা দোষে নিন্দহ সুন্দরী ॥ কংসেরে বধিয়া কৃষ্ণ শত্রু বিনাশিল। আপনার পিতা মাতা উদ্ধার করিল ॥ দ্বরজারে আপনি রাণী করেছেন হরি। ভক্ত বৎসল ভক্ত বাঞ্ছা সিদ্ধিকারি ॥ ভক্ত প্রেম ডোরে বাঁধা কালীয় দমন। ভক্তি ভাবে যেই ভাবে তার উনি হন ॥ কার কখন হন কেবা গুণ জানে। সুখীরে করেন দুঃখী সুখী দুঃখী জনে ॥ অপার সংসার মন যদি হবেপার দিনান্তরে কৃষ্ণ বলে ডাক একবার ॥

উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথোপকথন॥

রাগিণী মূলতান। তাল খয়েরা।

কি কারণে উদ্ধব রহিলে হে মৌন মনে। আপনিতো ব্রজের দশা দেখে এসেছ নয়নে। তাই ভাবি হে এখন, যাদের কাল বরণ, তারা কি হে সবাই সমান দয়া হীনে ॥

লঘু ত্রিপদী। তবে বৃন্দাদূতী, উদ্ধবের প্রতি; করুণা বচনে কয়। কও কি লাগিয়ে, নিরব হইয়ে, রহিলে হে মহাশয় ॥ তুমিতো যাইয়ে, এসেছ দেখিয়ে; গোকুলের সমাচার। আছি গোকুলেতে, মোরা সে সুখেতে, যেই দশা শ্রীরাধার ॥ জেনে কি জান না, সে কথা বল না, তোমাদের ভূপতিরে। মৌন হয়ে কেন, রও কি কারণ, কেন বাক্য নাহি সরে ॥ কিছু উপ

কার, কর অবলার, উপকারে ধর্ম্ম হয়। মোরা হে রমণী, অ ত্যন্ত দুঃখিনী; নাহিক কোন আশ্রয়॥ কালাচাঁদলাগি, হয়্যে সর্ব্ব ত্যাগী, কুলেতে কালি দিয়াছি। কোথায় দাঁড়াব, কার কাছে যাব, কেমনেতে বল বাঁচি॥ অনুভব করি; নিদয় শ্রীহরি আর নাহি বুজে যাবে। সদয় হইয়ে, নির্জ্জনে লইয়ে, বুঝায়ে বল মাধবে॥ পুণ্যবান তুমি; শুনেছি হে আমি; তব বশীভূত হরি। অবলার তরে, অনুগ্রহ করে, হও কিছু সহকারী॥ তুমি বুঝাইলে, যদি হে গোকুলে, যান গোকুলের পতি। রহে মম মান; বাঁচে রাধার প্রাণ, হইবে তব সুখ্যাতি॥ যাবত বাঁচিব, তব গুণ গাব, এ যদি পার করিতে। মেদিনী পূর্ণিত, হইবে নিশ্চিত, তব গুণ সৌরভেতে॥ যার তরে মোরা হতেছি হে সারা, তারতো শুনিয়া কথা। করে কুস মান পুনঃ হৈল মান, কি আর কহিব মাথা॥ কালার ব্যভার, দেখিয়ে আমার, হেন ইচ্ছা হয় মনে। কথা না কহিয়ে যাই হে চলিয়ে মরে মরুক রাধা প্রাণে॥ ছি ছি ওর সনে, বাক্য আলাপনে, নাহি কোন প্রয়োজন। যা আছে ভাগ্যেতে, কে পারে খণ্ডাতে বিধাতার যে লিখন॥ যদি প্রাণ যায়, বিরহ জ্বালায়, তাও বরং প্রাণে সবে। ওরে সাধিব না, দুঃখ জানাব না, ইথে যা হবার হবে॥ দয়া মায়া যত; ওতে অবস্থিত, যেমন আছে জেনেছি। কথার কৌশলে; বুঝেছি হে ছলে, ও প্রিয়াস ছাড়ি য়াছি॥ আমরা কামিনী, মিছা কাঙ্গালিনী, হই কেন কার তরে। সে কেও বোঝেনা, মনেও করে না, পরের যে ভাব পরে॥ পরেরে আপন; ভাবয়ে যে জন, সে জন নির্ব্বোধ অতি। তবু সে প্রত্যাশ, না ছাড়ে আশ্বাস, কি জানি হে কি

কুরীতি ॥ ইচ্ছা হয় যেতে, পুনশ্চ ব্রজেতে; না যায় তাতে, কি ক্ষতি। বিভব বেড়েছে, সম্মান হয়েছে, নাম হয়েছে নৃপতি আরতো এখন; গোষ্ঠে গোচারণ; শ্যাম নাহি পড়ে মনে। আ হিরীর নারী, কেমনেতে হেরি, ব্যভার করে এক্ষণে॥ মোরা লজ্জা হীন, যেই জন ভিন, তার আশা কেন করি। সহজে তে নারী; বুঝিতে হে নারি, অতি অল্প বুদ্ধি ধরি॥ গুণের সাগর, ত্রিভঙ্গ নাগর; যেমন প্রকাশ হৈল। আমি কি কহিব শুনহ উদ্ধব; তিন লোকেতে জানিল॥ কৈতে হাসি পায়, একি খাট দায়; একথা কহিব কায়। ওপদে যে জন, লয় হে শরণ তার কি এদশা হয়॥ এমন রাজার, না দেখি বিচার; কভু প্র জার উপরে। এই মুখেতেতো; করেন রাজত্ব, কংসের এ অধি কারে॥ কুবুজা লইয়ে, নিরুদ্বেগ হৈয়ে, থাকুন মথুরাপতি। গৃহে চলে যাই, এথা কায নাই, হয় মোর যে দুর্গতি॥ গিয়া বৃন্দাবনে, আপন নয়নে দুঃখ দেখেছ রাধার। তবে যদি বল; মোরে কেন বল, এই সে কারণ তার॥ তাই হে তোমারে; জা নাইনু ফিরে; ইথে যেবা মনে লয়। মথুরা মধ্যেতে; তব শরী রেতে; আছে কিছু ধর্ম্ম ভয়॥ তবে বোঝা ভার; কাল রূপ যার, তার মন কেবা জানে। কাল যে বরণ, তারে হে কখন, ভাল নাহি হয় মনে॥ আরে মূঢ় মন, বিষয়াকিঞ্চন, ত্যাগ ক রে যতনে। কৃষ্ণ পদে রত, হওরে সতত, জয়ী হইবে শমনে

বৃন্দার প্রতি উদ্ধবের উক্তিঃ।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ওগো বৃন্দে সই আমায় দোষা কর অকারণে।
কৃষ্ণ কার নহে বাধ্য অসাধ্য সাধি কেমনে॥ শুন

সার বলি তোমায়, বংশীধারী বজ্র যায়, কে করি
বে রক্ষা তায়, কিহবে কাদিলে বসে ॥

ত্রিপদী ॥ বৃন্দার বচন; শুনিয়া তখন; উদ্ধব বিনয়ে কয় । শুন বৃন্দা দূতী, রাধার দুর্গতি, দেখিয়াছি মিছা নয় ॥ মোর বাক্যে দূতী, যদ্যপি শ্রীপতি, যাইতেন ব্রজপুরী । তবে এত দিনে এনাল রতনে; পাইতেগো সহচরী ॥ আমি দেখে এলে কৃষ্ণকে কহিলে, তবেতো এসেছ তুমি । যাইবার হৈলে, তবে কোন্ কালে, লৈয়ে যাইতাম আমি ॥ পরিশ্রম করি, ওগো সহচরী, কেন এলে মধুপুরে । আমিতো যাইয়ে, এসেছি কহিয়ে আর পাবেনা শ্যামেরে ॥ কেন কুবচন, বল অকারণ, তোমাদের দিন গেছে । কান্দিলে কি হবে, এক্ষণে না পাবে, যে পর্য্যন্ত ভোগ আছে ॥ কেন অকারণ; করহ রোদন, গমন কর স্বস্থানে । ব্রজ লীলা শেষ, করে হৃষীকেশ, এবে এলেন এখানে অতএব সখী, কেন বল দেখি, আত্মনাদ কর আর । আমা হৈতে বল; হইবে কি ফল; কিবা সাধ্য হে আমার ॥ যাহার নামেতে, তরে বিপদেতে, সে যারে বক্রতা হয় । তারে কোন জন, করিবে রক্ষণ, হেনজন কে আছয় ॥ ওপ্রাণ সজনী তিন লোকে যিনি, বুদ্ধি বল দান করে । আমি গো সে জনে, বুঝাব কিগুণে, মিথ্যা কেন বল মোরে ॥ যা জান মনেতে; বলহ সাক্ষাতে, আমারে কেন জড়াও । সাধ্য তব থাকে, বল সখী ওকে, নে যেতে পার নেযাও ॥ আমিহে যেমন, হেন কত জন আছে এমথুরাপুরে । কি করিব সখী, উপায় না দেখি, কি হবে জানালে মোরে ॥ তোমাদের মন, করিয়ে হরণ, যে জন করেছে দুঃখী । যেই ইচ্ছা হয়, করহ তাহায়, দুঃখী নই ইথে সখী

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল খেমটা।

কৃষ্ণ এই কি মনে করিয়েছিলে। বধে কুলবালা, ওহে কালা, শেষকালে দেশ ছাড়িলে ॥ ছিছি ছি শ্যামরায়, ইথে কি ধর্ম্ম সয়, তুমি হে কেমন দয়াময়, ব্রজের লীলা ভূলে; আসি বলে, রাধায় ভাসায়ে এলে অকূলে ॥

পয়ার ॥ উদ্ধবের কথা শুনি বৃন্দা বিনয়েতে। নিবেদন করে শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে ॥ বৃন্দা কহে শ্যামরায় সকলি শুনি লে। উদ্ধবের কথা শুনে তুষ্টতো হইলে ॥ আমি সেটা মনে জানি তোমায় যে মন। তবু এসেছি হে করিতে সন্দেহ ভঞ্জন ভাল ভাল তাতে খেদ মনে নাহি করি। কিন্তু এক কথা আছে শুন ওহে হরি ॥ গোকুলেতে রাধাকৃষ্ণ ছিল রাধা হৈতে। তব নাম ছিল রাধা নামের পশ্চাতে ॥ রাধার আদরে লিপ্ত হৈয়ে ছিলে হরি। পুনঃ সে আদর বধু লৈয়ে ছ্যতো হরি ॥ এবেতো কুবুজা রাণী ওহে নিরদয়। বল দেখি শুনি হে নামের পরিচয় কও কি নামে বিকাও মদনমোহন। কোন নাম পরে নাম ক রেছ ধারণ ॥ কুবজা কৃষ্ণ কহে কিহে রাধা নাম গেছে। কিম্বা কৃষ্ণ পূর্ব্বমত রাধাকৃষ্ণ আছে ॥ যত্নে কৃষ্ণ যার নামে নিজ নাম দিয়ে। আপনি হইলে খাট যে নাম লাগিয়ে ॥ শেষে কৃষ্ণ অ নায়াসে ডুবাও সে নাম। দিন রবেনা হে স্মরণার্থে রবে নাম বিরহ জ্বরেতে প্রাণ গেলে গোপীকার। ইথে কিছু পুরুষার্থ হবে না তোমার ॥ লোকেতে কহিবে তোমায় রমণী ঘাতক। ভূগিত হইবে শ্যাম ইহার পাতক ॥ শরণাগতারে ত্যাগ

করে যেইজনে।। তার সম মূঢ় নাহি এতিন ভূবনে।। কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি শুনহে শ্রীহরি। কীর্ত্তির গুণেতে নাম থাকে বরাবরি ভাল মন্দ দুয়ের ঘোষণা থাকে যায়। অবশ্য একথা লোকে গাবে শ্যামরায়।। প্রেম খেদে মোরা যদি মরি হে পরাণে। তব যশ ব্যাখ্যা করিবেক সর্ব্বজনে।। পরোপকারার্থে প্রাণ গেলে খেদ নাই। গুণাগুণ বেচে তব রবেহে কানাই।। তাই বলি বধু তুমি কিগুণসাগর। ফাকি দিয়ে ভাল নাম রাখিলে নাগর।। তব সঙ্গে কথা কহা নয় বনমালী। প্রাণ কেন্দে উঠে পুনঃ২ তাই বলি।। বোবার মতন কেন রহিলে বসিয়ে। প্রত্যুত্তর কর কিছু যাইহে শুনিয়ে।। যেন কত শিষ্ট শান্ত সরল সুজন দোষ হীন জন যেন তেমতি লক্ষণ।। কিগুণে তোমার গুণে তবু ঝুরে মরি। ইহার মরম কিছু বুঝিতে না পারি।। এমন অচ্ছিত প্রেম কে ইহা সৃজিল। আমাদের বলে নয় কত দেখা গেল।। দেখ রবি কিরণে পদ্মিনী প্রকাশয়। পিরিতের গুণে সারাদিন দগ্ধ হয়।। চাতকিনী অন্য বারি না করে ভক্ষণ। উদ্দেশে ধেয়ায় নবনীরদ কারণ।। চকোরী ক্ষুধিত থাকে চন্দ্রসুধা বিনে। তবু আশা নাহি ছাড়ে প্রেমের কারণে।। পতঙ্গ অনলে দেখ পুড়ে হয় খুন। তথাচ ভয়ার্ত্ত নহে দেখিলে আগুণ।। তাই বুঝি সত্য ত্যাগ করিতে না পারি। কর্ম্মগুণে তব সনে দ্বন্দ্ব কার হরি।। ওরে ভ্রান্ত মন জপ রাধাকৃষ্ণ নাম। অন্তে না কৃতান্তে ছোবে পাবে মোক্ষধাম।।

বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল অৎ।

শুন শুন গো প্রাণ সজনী। আমি দেহ প্রাণ

কমলিনী ॥ জাগ্রতে স্বপ্নেতে; ধ্যানেতে জ্ঞানে
তে, রাধা ভিন্ন অন্য নাহি জানি ॥

লঘু ত্রিপদী। বৃন্দার বচন, করিয় শ্রবণ, উত্তর করেন হরি। ওগো দূতী কেন, বিনা দোষে হেন, কটু কহ সহচরী॥ বৈস স্থির হয়ে, রোষ তেয়াগিয়ে, সহজে অবলা জাতি। কিছুই বুঝনা, বুঝিতে পার না, দ্বন্দ্ব করা গো কি রীতি ॥ হৈও না উতলা, হইলে চঞ্চলা, কর্ম্ম সমাধা না হয়। তুমিতো গো দূতী, বট বুদ্ধিমতি, তব যোগ্য এত নয়॥ ধরে মোর দোষ তুমি কর রোষ; কি করিতে আমি পারি। তোমাদের কাছে, সেই রূপ আছে, যদি বুঝ গো বিচারি ॥ মথুরায় দূতী, হয়েছি ভূপতি, সব কি গেল তা বলে। তব রাজা স্থান, আছে মোর প্রাণ, বাঁধা সে পদ কমলে ॥ রাজ্য ছত্র ধন, সব সে কারণ, সেই রাধারি ইচ্ছাতে। কহিব গো কত, মোর সাধ্য যত, সবতো জ্ঞাত তোমাতে ॥ রাই আজ্ঞা লয়ে, কোটাল হইয়ে; কুঞ্জ করেছি রক্ষণ। ত্যজি নিজ মান, রাখি সে সম্মান, সাধিনু ধরে চরণ॥ রাই বিনা আর, কি গতি আমার, তাকি জাননাগো সখী। ত্যজিয়ে সে নাম, লয়ে কোন নাম, মন নামাগ্রেতে রাখি ॥ সেই সে আমার, আমি গো তাহার সময়ে হবে ঘটনা। তবে যে এক্ষণে, দুঠেঁয়ে দুজনে, কি জানি বিধির মন্ত্রণা ॥ সেই কমলিনী, জিনি কমলিনী, আমি জান সরোবর। ওগো সহচরি, কি ভয় রাধারি, হয় হই স্বতন্তর ॥ না বুঝিয়ে মর্ম্ম, করেছি একর্ম্ম, সকলি কি ভুলে গেলে। সেই সব হবে, সকলি হে সবে, মিছা মিছি গালি দিলে॥ শুন সহ-

চরা, এক ভাবে মারি, চিরকাল কাটাইতে। সে কর্ম্মেতে দূতো নাহিক সুখ্যাতি; কুখ্যাতি করে জগতে॥ শুন সহচরী, এই হেতু ভবি; আর ইচ্ছা নাহি হয়। শিশুকালে যত, হয়েছে স্বরীত, পশ্চাতে তত না রয়॥ সকলে গোজনে; মোর নামে জ্বলে; কেহ না বিশ্বাস করে। আমি দুরাচার; রমণী সবার, হরেছি হে ব্রজপুরে॥ ছিছি পরধন; করেছি হরণ, নব যৌবনের জোরে। বিধাতার পাশে; শেষে অনায়াসে ভুগিতে হইবে মোরে॥ এবেগো সজনী, জ্ঞান প্রদায়িনী, কাত্যায়নীর ইচ্ছাতে। সে কর্ম্মে এখন, রত হৈতে মন, নাহি চাহে কোন মতে॥ পরহিংসা আর, করিতে আমার; সাধ নাহি উপজয় পরেরে সন্তাপ, দিলে তার শাপ অবশ্য ভোগিতে হয়॥ অত এব সখী; অন্য স্থানে থাকি, দুর্নাম না সহে প্রাণে। একত্র স্থিতিতে; লোভ জন্মে চিতে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানে॥ কিছু দিন সখী; এই রূপ থাকি, ঢেকে যাক গো কুখ্যাতি। পরেতে যেমন, হইবে তখন, যাইবে করা তেমতি॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি॥

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল বাহার আড়া?

কে বুঝে তোমার লীলা মুরারি। মর্ম্ম ভেদ করে
রাধার হলে এখন ধর্ম্মাচারী॥ দয়াবন্ত শিষ্টসান্ত;
যেমন তুমি রাধাকান্ত, জানা গিয়াছে নিতান্ত,
রাধার দশা হেরে হরি॥

ত্রিপদী। শুনি বৃন্দা কয়, ওহে রসময়, একি হে কথা শুনালে। একে জ্বলে মরি, ওহে বাঁকা হরি, দুঃখের উপরে হাসালে॥ এত ধর্ম্ম ভয়, কহ রসময়, কত দিন হইয়াছে।

মিছা জানাও না, ছলনা করনা; সকলি হে জানা আছে।। পর দুঃখে দুঃখী; হওয়া থাকা আখি, আছে কি হে তব মত। আহা মরি মরি, সম্প্রতিতো হরি, কংসেরে করেছ হত।। কোন জ্ঞানে হরি, নিজ করে করি, রজকেরে সংহারিলে। এ কর্ম্মে শ্রীপতি; বড়ই সুখ্যাতি, তব হয়েছে ভূতলে।। ছিছি রসরাজ তুমি হে নির্লাজ, তাই এত কথা কও। হই বটে নারী, বুঝিতে হে পারি, ও কথাতে কি ভুলাও।। পূর্ণ হৎসা যায়, ওহে শ্যামরায়, একথা তার কি দায়। একি হে কৌতুক, শুনে বাড়ে দুঃখ, যে না জানে মর্ম্ম তায়।। আত্ম্য বিবরণ; আপনি বর্ণন, করিলে বড় না হয়। তুমি হে যেমন, জানে সর্ব্ব জন, কেন দেও পরিচয়।। ভাঙ্গিলে হে মন, হয় কি এমন, ধন্য দেই স্ববুজারে। ওহে গুণনিধি, এমন ঔষধি, দিয়াছেন হে একেবারে।। আমাদের উপরে; যেন বিষ করে, পেয়েছিলে কোথাকারে। ব্রজের বৃত্তান্ত, হৈলে হে শ্রীকান্ত, যেন বজ্রপড়ে শিরে।। কেমনে বলিবে, তব নামে জ্বলে, সর্ব্বজন গোষ্ঠ লেতে। কি কহিব হরি; গেলে ব্রজপুরী, সকলি পাও দেখিতে এই দেখ হরি, হৈয়ে হল নারী, রাজ সভাতে এসেছি। বুঝে দেখ মনে, তোমার কারণে, যে সুখেতে সবে আছি।। তুমি দয়া হীন; মো সবারে ভিন্ন, ভাব আপনার গুণে। কাসে সব হয়, তব দোষ নয়; কি না হয় বল ধনে।। ভূপতি হইয়ে, হস্তা হইয়ে, সুখে থাক থাক শ্যাম। অধিনী যে জনা, তাহারে বঞ্চনা; করে হেলে হও বাম।। কিন্তু দয়াময়, এই খেদ হয়, মন সাধ রৈল মনে। সুবর্ণ পিঞ্জরে লৈয়ে বায়সেরে, বসাইলে হে যত্নে।। এই সিংহাসনে, শ্রীরাধার সনে; বসিতে হে যদি হরি।

তবেত সকল, হইত সকল, এ রাজ্য ধন তোমারি ॥ অরে মুঢ় মন, বিষয়াকিঞ্চন, ত্যাগ করহ যতনে। কৃষ্ণ পদে রত, হও অবিরত, জয়ী হইবে শমনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার ব্রজে যাইবার কথা।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

সম্প্রতি শ্রীপতি বলো ব্রজে যাবে কি না যাবে।
অনাথিনী আছিরিণী নারীগণে কি মজাবে॥ যে
বুঝি তোমার পণ, পাইয়ে কুব্জা ধন, ত্যজিলে
শ্রীবৃন্দাবন, হেন লয় মন। শ্রীমুখেতে প্রকাশিয়ে,
যা হয় বল হে কালিয়ে, আমি গৃহে যাই চলিয়ে,
প্যারী নয় মরে মরিবে॥

পয়ার। পুনঃ বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণেরে কহে ক্রোধ মনে। অহে বঁধু কাযের কথা বলহ এইক্ষণে ॥ যাবে কি না যাবে শ্যাম শ্রীবৃন্দা বনেতে। সত্য করে বল সখা শুনি শ্রীমুখেতে ॥ বুঝেছি হে অতি প্রায় আর নাহি যাবে। না করিবে অভাব কুব্জার নব ভাবে বুঝেছি হে আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে। কুব্জার কুণ্ডেতে কালো মানিক ডুবেছে ॥ আর নাহি পাব ধন সে কুণ্ড হইতে। নাহি ক সেধন ভোগ রাধার ভাগ্যেতে ॥ সে হেন রমণী কৃষ্ণ তব ভাগ্যে নাই। হরু হরু সুখে থাক তাই মোরা চাই ॥ তোমার সুখেতে সুখী দুঃখী তব দুঃখে। তুমি সুখে থাকিলে হে সুখী সেই সুখে॥ কিন্তু কৃষ্ণ মনে মনে এই খেদোদয়। এবে বুঝি প্রেমব্রত উজ্জাপন হয় ॥ আর নাহি রমণীতে মজিবে পিরিতে। খোঁটা দিলে শ্যাম সখা পিরিতের ব্রতে ॥ কৃষ্ণ কন সহচরী কেন বার বার। ঐ কথা পুনঃ পুনঃ নিন্দা কর আর ॥

মিছা দ্বন্দ কেন কর আমার সহিতে। তোমায় যে অপারক হইলাম বুঝাতে॥ কোন অভিপ্রায়ে তুমি বুঝিলে গো মনে। আর আমি যাব নাকি সুখ বৃন্দাবনে॥ তিলেকেরে বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই। স্বরূপ জানিহ মনে ওগো প্রাণ সই॥ অতএব ধৈর্য্য ধরে যাও সহচরী। বুঝাইয়া রাখ গিয়া রাইকে যত্ন করি॥ দেখিতে আমারে সখা যদি ইচ্ছা হয়। নয়ন মুদিয়া দেখো দেখিবে আমায়॥ হৃদি সরোবরে আমি হইব উদয়। মনসুতে মালা গেঁথে সাজাও আমায়॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি নিষ্ঠুর উত্তর। নিরবে রহিল বৃন্দা না দিল উত্তর॥ মনে মনে সব আশা নিরাশা হইল। আশা বৃক্ষ কৃষ্ণ বাক্য কুঠারে কাটিল॥ চতুর্দ্দিগে অন্ধকার করে নিরীক্ষণ। প্রজ্বলিত হইল বিচ্ছেদ হুতাশন॥ তবে বৃন্দা নিরাশ্রয় মনেতে ভাবিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে প্রণাম করিয়ে॥ বিদায় হইয়া বৃন্দা বিমুখে চলিল। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ দাস ভাষাতে রচিল॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুব্জার কথোপকথন।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া।

কৃষ্ণ বলো হে আমায়। কোথাকার এক নারী
নাকি লৈতে এসেছিলো তোমায়॥ তব সহ করে
দ্বন্দ, কত বলে গেল মন্দ, শুনে মনে হয় সন্ধ,
পাছে লয়ে যায়॥

ত্রিপদী। বৃন্দারে বিদায় করি, অন্তঃপুরে যান হরি, দেখে কুব্জা কাতরেতে বলে। কহ দেখি নৃপমণি, সভার বৃত্তান্ত শুনি কেটা এসেছিল বৃন্দা বলে॥ মহারাজ কিসের তরে, তোমারে ভৎসনা করে, সে নারীর করেছ কি ধার। কেবা সেই হয় নারী

কার বা সে অনুচরী, তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক তার ।। রাজা হয়ে অনুযোগ, কে কোথায় করে ভোগ, নারীর কে এত রাখে মান । অনুভাবে বোধ করি, নহে সে সামান্য নারী, বুঝেছি হে হবে মান্য মান ।। ভাবে বুঝি আছে সখ্য, প্রেমপক্ষে সে স্বপক্ষ, কারু যেন পক্ষ সে সুন্দরী । নিগুঢ় ভাব না থাকিলে, এত কেবা কারে বলে; কেবা এত সয় ওহে হরি ।। অবশ্য হে বংশীধারী, তব প্রেমের ভিক্ষারি, সে নারী কি হবে অন্য জন। ভালবাসা না থাকিলে, প্রেম কথা কি বলে; ছলেতে হে ছলে তব মন ।। যেনংহে প্রেমের প্রেমী, অহে মহারাজ তুমি, ভাল যেন ভালবাসা আছে। নবপ্রেমে দাগা দিয়ে, কার এসেছ কালিয়ে, সে রমণী আছে কিমরেছে।। হলে পিরিতে বিচ্ছেদ, উভয়ের বাড়ে খেদ, তিলেত্তরে কেহ নহে সুখী । ফলে ফুলে মজায়েছ, করে প্রেম ভাঙ্গিয়াছ, আপনিত আছ দেখি সুখী ।। যথার্থ পিরিত হৈলে, সে প্রেমে বিচ্ছেদ পেলে, উভয়ে সমান ভোগ ভোগে । এত সে বিচ্ছেদ নয়, অনুভাবে বোধ হয়, যেন হে বিবাগী কোন রাগে ।। কিম্বা ওহে দয়াময়, ধ্যান দেখে জ্ঞান হয়, তোমার সে তুমি নহ তার । উভয়ে থাকিলে টান; সে প্রেমে না হয় মান, বিচ্ছেদের নাহি ধারে ধার ।। দেখ হে মথুরা পতি; দেখে শুনে হই ভীতি, আমি অতি দুঃখিনী রমণী । যেন হে সভাবে রই, এ কর্ম্মের কর্ম্ম নই, বিচ্ছেদেতে বড় ভয় গণি ।। এত যদি কুব্জা রাণী, হৈল বলিয়া মানিনী. উত্তর করেন তবে হরি। শুন সুবুদ্ধা দিয়ে মন, সে নারীর উপাখ্যান, মান্য মান বটে সে সুন্দরী ।। আমার প্রেমের রাজা, বৃন্দাবনে রাই রাজা, বৃন্দা তার প্রধানা সঙ্গিণী । সেই রাজা শ্রীরাধার, ধারি আমি প্রেমধার, প্রেম

মহাজন কমলিনী ॥ আমি এসেছি পলায়ে সে রাজারে না বুলিয়ে, তাই বৃন্দা এসেছিল লৈতে। তাই সয়ে বাক্য বাণ, সে নারীর রেখে মান, তুষ ভেবে বলিলাম যেতে ॥ যার ধার করিতে হয়, সে যদ্যপি কটু কয়, তাতে ক্রোধ না করে পণ্ডিতে। প্রেয়সি লো সে সময়; যেন শব হতে হয়; সে বচন না শুনি কানেতে ॥ শুনি কুব্জা তুষ্টা হৈল, মানাগুণ নিভে গেল পুলকে পুরিল সর্ব্ব কায়। কৃষ্ণ রূপ রেখে হৃদে, কৃষ্ণ বলে আঁখি মুদে, কৃষ্ণদাস যেন কৃষ্ণ পায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পুনঃ কথন।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া

শ্যাম জান্তে এলেম তাই। পাপের ভাগী কেবা
হবে প্রাণে মলে রাই। মরে মরুক কিশোরী;
তাহে খেদ নাহি করি; তুমি সুখে থাক হরি,
তোমারি মঙ্গল চাই ॥

পয়ার। এই রূপে কৃষ্ণ কুব্জারে বুঝাইয়ে। পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসিলেন গিয়ে ॥ অনুচর কত করে চামর ব্যজন। পাত্র মিত্র লইয়ে করেন আলাপন ॥ ইতি মধ্যে পুনঃ বৃন্দে আসি উপস্থিত। দেখি কৃষ্ণ সভাসুদ্ধ হৈল চমকিত ॥ কৃষ্ণ কন কহ বৃন্দে কিসের কারণে। কি হেতু আইলে পুনঃ কি ভাবিয়ে মনে। বৃন্দা বলে শ্যামসখা ভেবনা মনেতে। আসি নাই কৃষ্ণ কিছু ধন কড়ি লতে ॥ তোমার ধন তুমি ভোগ কর ওহে হরি। তব ধনে আমি কিছু নই অংশীদারী ॥ রাজা হও রাণী পাও সদা থাক সুখে। নূতন ধন খাইও কিন্তু কিছু রেখে ঢেকে ॥ অযতনে যেন কুব্জার প্রেমধন। এমন করে বিচ্ছেদেরে করোনা

অর্পণ॥ ধনে জনে কৃষ্ণ হে তোমার যে যতন। রাধা হতে জ্ঞাত হয়েছি হে বিলক্ষণ॥ সে কথায় কৃষ্ণ আর নাহি প্রয়োজন। যে হেতু এসেছি শুন করি নিবেদন ॥ তুমিতো হে ব্রজনাথ ব্রজে নাহি যাবে । শ্রীরাধার পক্ষে আর সাপক্ষ না হবে ॥ ঠারে ঠোরে শ্রীমুখেতে করেছ প্রকাশ। সে আশায় বংশীধারী হৈয়াছি নৈরাশ ॥ আর হে যাইতে ব্রজে কবনা মুরারি। যা থাকে রাধার ভাগ্যে তাই হবে হরি॥ কি হবে তোমারে কৃষ্ণ বিপদ জানালে। কোন ফলাফল নাই ভস্মে ঘৃত দিলে ॥ কি ফল বৃক্ষের কাছে কি হবে কান্দিলে। কি ফল অরণ্যে বল রোদন করিলে ॥ অন্ধেরে দেখালে আলো কোন ফল নাই। তোমারে জানান দুঃখ তেমতি কানাই ॥ আমি ব্রজে ফিরে গেলে নিকুঞ্জ বিহারি। জিজ্ঞাসিবেন আমারে হে সে রাজ কুমারী শুনিলে আমার মুখে নিরাশা তোমার। তখনি মরিবে রাধা কথা নাহি তার ॥ কমলিনী মৈলে তব বিরহানলেতে। কে হবে পাপের ভাগী রমণী বধেতে॥ তাই বঁধু সুধাইতে এসেছি তোমারে। ইহার সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ বলহ আমারে ॥ রমণী কি জানি কৃষ্ণ আমি হে অজ্ঞান। তাই তোমায় জিজ্ঞাসি হে ইহার বিধান॥ তুমিতো হে প্রধান পণ্ডিত শ্যামরায়। বল দেখি স্ত্রী হত্যাতে কত পাপ হয় ॥ ধর্ম্ম ভয় থাকে যার নিকুঞ্জ বিহারি। প্রাণ গেলে প্রাণে সেতো বধে না হে নারী ॥ তোমার কি ভয় কৃষ্ণ করিতে স্ত্রী বধ । বাঘের কি পাপ বল করিতে গো বধ ॥ স্ত্রী হত্যা করিতে তব আছয়ে ক্ষমতা। পুতনাতে জানা আছে তোমার মমতা ॥ এত যদি বৃন্দাদূতী কৃষ্ণেরে কহিল!

বৃন্দার বচনে কৃষ্ণ নিরব হইল ॥ প্রণাম করিয়া দূতী নিজস্থানে যায়। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ দাস ভাষামতে গায় ॥

বৃন্দার ব্রজে প্রত্যাগমন।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

কি বলে রাধার সঙ্গে কেমনে যাইব এখন। যে ধন প্রয়াসে আশা সে ধনেতো হৈলাম নিধন॥ একথা শুনালে তারে; হারাইব একেবারে; ডুবিবে যমুনার নীরে, হেমাঙ্গিণী রাই। আমরা মরি যার তরে, সেতো নাহি মনে করে, তবু পাপ আঁখি ঝোরে, প্রবোধ না মানে মন॥

চৌপদী। বৃন্দা রসবতী, হয়ে দুঃখী অতি, কি করি সম্প্রতি ভাবয়ে মনে। করিতে গমন, না চলে চরণ, বিষাদিত মন; ধারা নয়নে॥ মন্দ২ গতি, চলে বৃন্দাদূতী, বিচলিত অতি, হয়ে অন্তরে। বলে হায় বিধি; তোমার কি বিধি, দিয়ে কৃষ্ণ নিধি, নিলে হে হরে॥ কি কথা বলিয়ে, রাইকে বুঝায়ে, সান্ত না কি দিয়ে; করি রাধারে। এলেম বা কি বলে, যাই বা কি বলে, এ কথা শুনালে; হারাব তারে॥ হায় রে গোসাঞি, মোর মৃত্যু নাই, এ জ্বালা এড়াই; প্রাণান্ত হলে। বাচি কি সুখেতে, না পারি বুঝিতে, যম কি আসিতে, ত্রাসে গোকুলে॥ হাই হুতাশেতে, চলিল ব্রজেতে, মলিন মুখেতে, বৃন্দা সুন্দরী যত গোপীগণ; করে নিরীক্ষণ, আনন্দিত মন, বৃন্দারে হেরি॥ আগুসরি হয়ে; নিকটে আসিয়ে, বৃন্দারে হেরিয়ে, কহে বচন। ও প্রাণ সজনী, এলে একাকিনী, কই গুণমণি; সে কৃষ্ণ ধন॥

ভাবে জ্ঞানহয়, বুঝিশ্যামরায়; ছলিতে সবায়, লুকায়েছেগো না হেরে শ্যামেরে, প্রাণ যে বিদরে; বুঝি রঙ্গ করে, সরয়েছে গো ॥ বলহ সখী, কোথা বাঁকা আঁখি, না হেরে গো সখী পরাণে মরি। তোমার আশয়ে, আছি পথ চেয়ে, দেখিতে কালিয়ে, ও সহচরী ॥ তোমার কারণে, নীরদ বরণে; হেরি এতদিনে, যত গোপিনী। হারাণ রতনে, পাব পুনঃ মনে, ছিল না গো মনে, ওগো সজনী ॥ কোথা বংশীধারী; বৃন্দা সহচরী পশ্চাতে কি হরি, আসিতেছেন। সংবাদ জানাতে, তোমায়ে আগেতে; কৃষ্ণ নিকুঞ্জতে; পাঠাইলেন ॥ বল গো তদন্ত, শুনিয়া বৃত্তান্ত, হয় দুঃখ অন্ত, বলি রাধারে। কেন হয়ে মৌন না কহ বচন, কও বিবরণ প্রাণ সখীরে ॥ বৃন্দে কেন্দে কয়, কৈতেপ্রাণ যায়, সে কথা আমায়, আর বলো না। কপালে যা থাকেঃ খণ্ডিতে পারে কে, কব সখী কাকেঃ বিধির মন্ত্রণা ॥ দুঃখ রৈলে ভালেঃ সে পোড়া কপালেঃ কভু সুখ মেলেঃ হেন কি হয়। আমাদের ধাতাঃ নিতান্ত বক্রতাঃ কে করে অন্যথাঃ অবশ্য হয় ॥ পরিশ্রম সারঃ আশার সুসারঃ না হলো রাধারঃ আমা হইতে। এলোনা শ্রীহরিঃ ওগো সহচরীঃ রৈল মধুপুরীঃ রাজ্য লোভেতে শুন এই কথাঃ যত গোপসুতাঃ হয়ে উনমত্তাঃ করে রোদন। কপালে কঙ্কণঃ করয়ে ক্ষেপণঃ হয় অচেতনঃ গোপিনী গণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের পায়েঃ দেহ সমর্পিয়েঃ বিক্রীত হইয়েঃ কৃষ্ণ নামেতে। কৃষ্ণ উপাখ্যানঃ না হয় বর্ণনঃ কিঞ্চিৎ রচনঃ সুভাষা মতে ॥

সখীদিগের খেদোক্তি।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ফিরে এলে গো বৃন্দে সাধের গোবিন্দ কোথায়।

আশায় রয়েছে প্রাণী প্রাণনাথে দেখাও ত্বরায় ।।
বিনে সাধের ত্রিভঙ্গঃ ধৈর্য্য হীনে জ্বলে অঙ্গঃ
না দেখিয়ে প্রাণ সাঙ্গঃ হবে গো নিশ্চয় । তব
আশার বিশ্বাসেতেঃ বেঁচে আছি এ দশাতেঃ
মিলাও এনে রাধানাথে, দুঃখিনীর এ দুঃখের
সময় ।।

ত্রিপদী । বৃন্দা বলে সখীগণ, কান্দ কেন অকারণ, কান্দিলে কি হবে বল আর । দূর কর সে ভাবনা; আর শ হাসাওনা পর নাহি হয় আপনার ।। এবে করহ উপায়; রাধা যাতে সাস্ত হয়, বিহিত করহ সবে তার । সে বাঁচিলে ব্রজে রব, লোকেরে মুখ দেখাব, তা না হৈলে সকলি অসার। বৃন্দার বচন শুনি, যত গোপের রমণী; নিরস্ত হইল সকলেতে । বৃন্দার লই য়া সঙ্গ, অনুতাপে দিল ভঙ্গ, উত্তরিল রাধার সঙ্গেতে ।। বৃন্দার বদন হেরি, হৃষ্ট চিত্ত হয়ে প্যারী; বলে কে প্রাণের বৃন্দে এলে কহ কহ সমাচার, কি হইল মথুরার, কার্য্য সিদ্ধি কেমনে করি লে ।। কৈ আমার শ্যাম সখা; তুমি সখী এলে একা, কোথা বাঁকা মদনমোহন। কি বলিল প্রাণ হরি, কও ওগো সহচরী, কেনে তোমার সজল নয়ন ।। হাসি নাই মুখে হেগো, অভি- মানী দেখি ওগো, কেন গো এতেক ম্রিয়মান । চঞ্চলা হরিণী প্রায়, চঞ্চলা দেখি তোমায়, কি বলিল বঙ্কিম নয়ন ।। মৌন ভাবে কেন রও, কেন কথা নাহি কও, নাহি পারি বুঝিতে কারণ ।। যাত্রা কালে কি বলিলে, সে কথার কি করিলে, ভাবে বুঝি কপাল ভেঙ্গেছে । স্পষ্ট বল সহচরী, কেন এত লুকাচুরি কৃষ্ণ বুঝি বঞ্চনা করেছে ।। শুনি রাধার বচন, মৃদুস্বরে বৃন্দা কন

শুন শুন ওগো সহচরি। ওগো প্যারী কি বলিব, সে কথা কেমনে কব; এলোনা গো তব প্রাণহরি ॥ একথা শুনি অমনি; মূর্চ্ছা হৈয়ে কমলিনী গড়াগড়ি দেয় ভূমিতলে। ঘন ঘন বহে,শ্বাস, বাড়ে বিচ্ছেদ হুতাশ, বিরহ অনল উঠে জ্বলে ॥ জ্বালায় চঞ্চলা হৈয়ে, খঞ্জন নয়নী, চায়্যে, রহিলেন পুত্তলিকা মত। ছিন্নতরুবর প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, প্রেমজল বহে অবিরত ॥ বেণী এলায়ে পড়িল; চন্দ্রানন শুকাইল, অধরের খসিলতাম্বুল। নীলা ম্বর খসে গেল; হৃদয়েতে প্রবেশিল, কৃষ্ণের নৈরাশ্য রূপী শূল এমনি প্রেমের বাণ; যারে করয়ে সন্ধান, বিধিমতে জ্বলায় যে তারে। নাহি রহে লজ্জা ভয়, ধর্ম্ম কর্ম্মদূর হয়, সাবাসিং পিরিতেরে ॥ এলো থেলো হৈয়ে ধনী, দগ্ধা যেমন হরিণী; অচে তনে হইল মগন। তবে সে বৃন্দা সুন্দরী; রাধার করেতে ধরি বলে রাধে করিসনে রোদন ॥ আর প্রাণ বাঁচে না গো, কান্দিয়ে কান্দাসনে গো, কেন্দে কিগো হারাবে জীবন। কমলিনী ক্ষান্ত হও; মনেরে প্রবোধ দেও, আর নাহি পাবে কৃষ্ণধন ॥ পর কি আপন হয়, কেন আর ভাব তায়, নিভাওগো বিচেছদ অনল। কেন্দে আর কি করিবে, আর কি শ্যামেরে পাবে; ছি মেনে গো হইও না চঞ্চল ॥ তুমিতো অবোধ নও, এবে মনেরে বুঝাও, পর যে তা পরেতে জানয়। যে পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্ম না হয় উদ্ধার, সে পর্য্যন্ত ছায়া প্রায় রয় ॥ কার্য্য সিদ্ধি হলে পরে, স্বভাব প্রকাশ করে; পূর্ব্ব ভাব নাহি করে মনে। দেখ রাই বংশীধারী, যাইয়ে গো মধুপুরী, তোমায় গো না রাখে স্মরণে ॥ বেদিয়ার বাজী প্রায়, পরের পিরিতি হয়; শেষ নাহি রয় গো সজনী। খেলা ধূলা হয়ে গেল, পিরিতের

শেষ হলো; দক্ষিণাস্ত কর কমলিনী ॥ এইরূপে বৃন্দাদূতী, বুঝায়ে রাধার প্রতি, কতমতে সান্ত্বনা করিল। বৃন্দার বচন শুনি, সে বৃকভানু নন্দিনা; ত্রিভঙ্গ আশাতে ভঙ্গ দিল ॥ শুন ওহে রাধানাথ, আমার নাহিক নাথ, তুমি জগন্নাথ জনার্দ্দন। দিয়ে হে চরণ তরি, পার কর ভব বারি, এ দীনের এই আকিঞ্চন ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুঙ্গরি।

শ্যামের বিচ্ছেদ একোরে, রাখি তোরে অন্তরে।
কৃষ্ণ যদি নিদয় হৈল; তোরে আমায় সঁপে দিল;
সহজে থাকিতে হৈল, তোমার বশে আমারে ॥

ত্রিপদী। রাধারে সান্ত্বনা করি; গেল বৃন্দা সহচরি, শ্রীমতী বসিয়া একাকিনী। কৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি, কাতরা হইয়া অতি কহিছেন কৃষ্ণ বিলাসিনী ॥ ওরে শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ, আমার আর কি খেদ, আর মনে কি আছে হে বল। আর মৌনে কেন রই, কেন না বিমুখ হই, সকলিত হয়ে বয়ে গেল ॥ যার সম্পর্কে তোমার, সঙ্গে সম্পর্ক আমার; সে সম্পর্ক সেতো ঘুচায়েছে। তব মুখ নাহি চেয়ে, আমারে তোমায় দিয়ে, তোমার অধিনী করে গেছে॥ এবে আর কি উপায়ঃ আয়রে হৃদয়ে আয়, আয় তোরে রাখি হৃদয়েতে। সে বঞ্চনা করিল বলেঃ আমি কিছু সেই ছলে; অনাদর করিবনা তোমাতে॥ এখন আমার তুমিঃ তোমাতে বিক্রীত আমিঃ হয়েছি হে তোমার অধীন। রাই রাজ্যে রাজা হও, কৃষ্ণ দত্ত ছত্র লওঃ ভোগ কর থাকি যে কদিন॥ সাধে কিরে সাধি তোরেঃ তুমি না থাকিলে পরেঃ

সে সাধেতে অসাধ হইবে । তোমার স্বভাব গুণেঃ সে গুণ হইবে মনেঃ ভাবিলে ভাবনা দূরে যাবে ॥ তুমি আমার সেই শ্যামঃ দেখোহে হৈও না বামঃ দেখ যেন সে রূপ ভূলিনে। এই ভিক্ষা তোরে চাইঃ আর আমার কেহ নাইঃ যে আছে সে থাকে যেন মনে ॥ সেই রূপ নিরন্তরঃ অন্তরেতে নিরন্তরঃ থাকে যেন অন্তর না হয়। দেখ দেখ মনে রেখঃ সেই ভাব লৈয়ে থেকঃ উপকার করো অসময় ॥ আমি হে অবলা নারীঃ নাহি জানিত চাতুরীঃ অচতুর প্রচুর রূপেতে। কেবল প্রেমের বশঃ প্রেমেতে করয়ে বশঃ বাঁধা থাকি প্রেমের ডোরেতে ॥ দেখ তার ফলাফলঃ আনিতে যমুনা জলঃ দেখে এলেম জলদ বরণে। স্থলে দিয়া জলাঞ্জলিঃ ভজিলাম বনমালীঃ জল ছলে জ্বলি মনাগুণে ॥ কৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি; এত বলিয়ে শ্রীমতীঃ কৃষ্ণরূপ ধ্যানেতে রহিল। হরি হরি বল মনঃ রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানঃ এতদূরে সমাপ্ত হইল ॥

সমাপ্তঃ ॥